সিদ্ধান্তরত্ন।

গোস্বামিপাদীয় নানাবিধ ভাষ্যাদিগ্রন্থ-সম্মত
অধ্যাত্ম-বিষয়ক গ্রন্থ।

খড়দহগ্রাম-নিবাসি-
শ্রীউপেন্দ্রমোহন-গোস্বামি-ন্যায়রত্ন-প্রণীত।

"অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং * * অহং।"
ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ভগবদুক্তিঃ।

দ্বিতীয় খণ্ড।
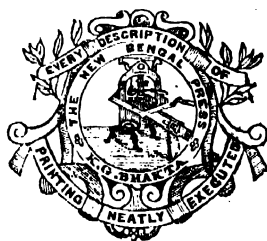
কলিকাতা:
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫:
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৭।

সিদ্ধান্তরত্ন।

পঞ্চম পাদ।

ওঁ নমো গোবিন্দায় সর্ব্ববিঘ্নহরায়। অতঃপর প্রকারান্তরে প্রবৃত্ত কেবলাদ্বৈতবাদী নিরাকরণীয় হইয়াছে, তজ্জন্য ত্রিবিক্রম পাদারম্ভ হইতেছে। এই পাদে দীর্ঘ যুক্তি থাকাতে ইহার নাম ত্রিবিক্রম পাদ। সেই অদ্বৈতবাদীর মতোপন্যাস হইতেছে; যথা, মুমুক্ষু জীবের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিই ফল, অজ্ঞাত-ফলযুক্ত-অর্থে শ্রুতির তাৎপর্য্য হেতুক জীব-ব্রহ্মের অভেদই পরমার্থ। জীব-ব্রহ্মাভেদ কেবল শাস্ত্র দ্বারা গম্য। তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মে নানাবিধ জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান ইত্যাদি ভেদ সকল পরিকল্পিত বোধ হয়, এজন্য তৎসমুদায় মিথ্যাই জানিবে। তত্র প্রমাণং। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ। একমেবাদ্বিতীয়ং। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদেতর ইতরং পশ্যতি যত্র ত্বস্য সর্ব্বাত্মৈবাভূত্তত্র কেন কম্পশ্যেৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং। ইতোঽন্যদার্ত্তমিত্যাদিকা॥ অস্যার্থঃ। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

অগ্রে সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। সেই ব্রহ্ম এক অর্থাৎ সজাতীয় ও স্বগত ভেদ রহিত। এই ব্রহ্মে জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞানাদি নানা কল্পনা নাই। ব্যবহারকালে দ্বৈতের ন্যায় হয়, তত্ত্ব বোধ সময়ে সকল ব্রহ্মাত্মক হয়, যৎকালীন এই জীবের ব্রহ্ম আত্মা হন তৎকালীন কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে কাহার দ্বারা কাহাকে জানিবে। ঘটাদি বিকার এই নামধেয় বাঙ্মাত্রে আরব্ধ, অতএব মিথ্যা, মৃত্তিকাই সত্য। জগৎ মিথ্যাভূত, ব্রহ্মই সত্য, এস্থলে এই তাৎপর্য্য হইয়াছে যে, কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্ম রহিত চিন্মাত্র আত্মা। সেই আত্মা স্বীয় অবিদ্যা দ্বারা সত্বাদি গুণময় কার্য্য সমূহ কল্পনা করতঃ অস্মদর্থ অর্থাৎ অহং প্রত্যয় গোচর এক ও যুষ্মদর্থ অর্থাৎ ত্বং প্রত্যয়যোগ্য বহু কল্পনা করেন। তন্মধ্যে অস্মৎ-প্রত্যয়-যোগ্য স্ব-স্বরূপ পুরুষ। যুষ্মৎ-প্রত্যয়যোগ্য ত্রিবিধ হন, পুরুষান্তর ও জড়বস্তু ও পুরুষাবশিষ্ট সর্ব্বেশ্বর। অন্তঃকরণ, ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব দ্বারা জীবকে করেন ও মায়াতে প্রতিবিম্ব দ্বারা ঈশ্বর হন। যদি বল, বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাং। বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥ এই শ্রীভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধ প্রমাণ দ্বারা ভগবান্ মায়াবৃত্তি অবিদ্যা কহিয়াছেন, অর্থাৎ মায়াকার্য্য অবিদ্যা। সেই অবিদ্যা কিরূপে মায়া কল্পনা করিতে পারেন? উত্তর, মায়া স্বয়ং হন, তাহাতে ভেদকল্পনা ভাক্ত জানিবে। তত্র শ্রুতিঃ। মায়া বিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতীতি। কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব, গুণসম্বন্ধ হেতুক অস্মৎ প্রত্যয়-

যোগ্য আত্মাতে অধ্যাস হয়। আত্মযাথার্থ্য বোধ দ্বারা অবিদ্যা নাশ হইলে তৎকার্য্য রূপ মায়াবিনাশ হয়, মায়া নাশ হইলে আত্মার নানাত্ব বিনাশ হয়, তদ্ভাব প্রাপ্ত হইলে ঈশ্বর পারতন্ত্র্য ও ঈশ্বর হইতে ভয় দূরোৎসারিত হয়; অতএব চিন্মাত্র অদ্বিতীয় আত্মবস্তু হন, প্রাগুক্ত বিষয়ে স্মৃতিও প্রমাণ আছে; যথা, একাদশ স্কন্ধে ভগবান্ কহিয়াছেন। গুণাঃ সৃজন্তি কর্ম্মাণি গুণোঽনুসৃজতে গুণান্। জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ॥ যাবৎ স্যাৎ গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ। নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি॥ যাবৎস্যাদস্বতন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ং। অস্যার্থঃ। গুণ সকল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম করেন, আত্মা নহে; যদি বল আত্মার সংযোগ ভিন্ন ইন্দ্রিয় কর্ম্ম করিতে পারে না, তাহা নহে; গুণ অর্থাৎ অবিদ্যা আত্মার ছায়াতে চেতনা তুল্য হইয়া গুণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল প্রবর্ত্ত করান্, আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই। জীব যিনি তিনি আবিদ্যক ইন্দ্রিয়বর্গ যুক্ত হইয়া সুখদুঃখাদি কর্ম্মফল ভোগ করেন, শুদ্ধ আত্মা ভোক্তা নহে; অতএব ভোক্তৃত্বও আত্মার অবিদ্যা নিমিত্ত, বাস্তব নহে। যদবধি অবিদ্যা কল্পিত মায়ার সত্বাদি গুণের, অহঙ্কারেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ রূপে বৈষম্য হয়, তদবধি আত্মার নানাত্ব হয়, যদ্রূপ ঘটের দ্বারা আকাশের পরিচ্ছেদ হইয়া নানাত্ব তদ্রূপ। আত্মার স্বরূপজ্ঞান দ্বারা অবচ্ছেদক দেহাদি নিবৃত্তি হইলেই একত্ব সিদ্ধ হয়। যদি বল, আত্মার একত্বে কি প্রকারে পারতন্ত্র্য ও ঈশ্বর হইতে ভয় হইতে পারে। তদুত্তর। যদবধি আত্মার নানাত্ব, তদবধি পারতন্ত্র্য, যদবধি

পারতন্ত্র্য, তদবধি ঈশ্বর হইতে ভয়। এস্থলে গুণ শব্দে যে ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে তাহা অপ্রমাণ নহে। যথাহ মেদিনী-কারঃ। গুণমৌর্ব্ব্যামপ্রধানে রূপাদৌ চ তথেন্দ্রিয়ে। ত্যাগে শৌর্য্যাদি-সন্ধাদি-সত্বাদ্যাবৃত্তরজ্জুষ্বিতি॥ তৎপরে একাদশ স্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়ে ভগবান্ কহিয়াছেন। ছায়াপ্রত্যহ্বয়া-ভাসা হ্যসন্তোহপ্যর্থকারিণঃ। এবং দেহাদয়ো ভাবা যচ্ছন্ত্যা-মৃত্যুতো ভয়ং॥ আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ। ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ॥ তস্মান্ন-হ্যাত্মনোহন্যস্মাদন্যো ভাবো নিরূপিতঃ। নিরূপি'তয়ং ত্রিবিধা নির্ম্মূলা ভাতি রাত্মনি॥ অস্যার্থঃ। রজ্জু সর্পের তুল্য মিথ্যা ভূত বস্তুর অবস্তুতা কথন পূর্ব্বক অর্থকারিতা কহিতে-ছেন। ছায়া অর্থাৎ প্রতিবিম্ব ও প্রতিধ্বনি, আভাস অর্থাৎ শুক্তি রজতাদি, এই সকল অসৎ বস্তু হইলেও তাহাদিগের অর্থকারিত্ব যদ্রূপ, তদ্রূপ দেহাদি ভাব পদার্থ সকল অর্থ-কারিত্ব হইয়া লয় পর্য্যন্ত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যদবধি সেই সকল ভাব লীন না হয়, তদবধি সংসার প্রদান করেন। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ঐ সকল ভাব লীন হইলে আর ভয় থাকে না। যদি বল, যতো বা ইমানি ভূতানি এই শ্রুতি দ্বারা সিদ্ধ জগতের সত্যত্ব থাকায় দ্বৈত মিথ্যা কি প্রকারে হয়। তাহাতে কহিতেছেন। এই বিশ্ব আত্মাই জানিবে, যথা শুক্তিই রজত। সৃষ্টিত্রাণ সংসারের কর্ত্তৃভূত ও কর্ম্মভূত স্বীয়াজ্ঞানোপহিত হইয়া আত্মাই হন। যদি বল, কর্ত্তা আত্মার কর্ম্মত্ব বিরুদ্ধ, তাহা নহে, যেহেতু আত্মা হইতে অন্য অর্থ এস্থলে তত্ত্বজ্ঞ কর্ত্তৃক নিরূপিত নাই। কিন্তু

আত্মাই বিশ্বকর্ত্তা, এবং কর্ম্মভূত বিশ্ব তাহাও আত্মা, এই নিরূপিত আছে। তাহাতে প্রমাণ শ্রুতি। তদাত্মানং স্বয়মকুরুতে ইতি। যদি বল, আত্মার বিশ্বরূপতা হইলে বিকারাপত্তি হয়, তাহা নহে; আত্মা বিশ্ব হইতে অন্য, অর্থাৎ বিকারাস্পৃষ্টত্ব আত্মার আছে। তবে কিরূপে আত্মার কর্ম্মত্ব হইতে পারে, তাহাতে কহিতেছেন যে, এই নিরূপিতা সাত্বিকাদি ত্রিবিধা প্রতীতি নির্ম্মূলা হয়; যেরূপ রজতভ্রমে শুক্তির অজ্ঞান ভিন্ন অন্য মূল নাই তদ্রূপ। তাহাই কহিতেছেন, অবিদ্যা-রচিত, মায়াকৃত অর্থাৎ তন্মূল এই বিশ্ব। যদি বল, বিশ্বের মায়ামূলত্ব থাকায় নির্ম্মূলত্ব বিরুদ্ধ, তাহা নহে; জ্ঞানের দ্বারা ঐ মায়া বিনাশ হয়; অতএব মায়ামূলকেও নির্ম্মূল বলা যায়। এই সকল অর্থ সমূহের নিবৃত্তির উপায় একাদশ স্কন্ধে ভগবান কহিয়াছেন; যথা, এতদ্বিদ্বান্মদুদিতং জ্ঞানবিজ্ঞাননৈপুণং। ন নিন্দন্তি ন চ স্তৌতি লোকে চরতি সূর্য্যবৎ॥ প্রত্যক্ষেনানুমানেন নিগমেনাত্মসংবিদা। আদ্যন্তবদসজ্জ্ঞাত্বা নিঃসঙ্গো বিচরেদিহ॥ অস্যার্থঃ, এই আমার উক্ত প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের নৈপুণ্য যে ব্যক্তি জ্ঞাত হয়, সে ব্যক্তি কাহাকেও নিন্দা ও স্তব করে না, সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বত্র সমান হইয়া বিচরণ করে। ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞান-নৈপুণ্য লাভে উপায় কহিতেছেন। প্রত্যক্ষ দ্বারা জন্মনাশবিশিষ্ট ঘটাদিকে জানিয়া, দৃশ্য যে পৃথিব্যাদি তাহাকে অনুমান দ্বারা জন্মনাশ-বিশিষ্ট জানিয়া, বেদান্ত দ্বারা অদৃশ্য আকাশাদিকে আদ্যন্ত বিশিষ্ট জানিয়া, স্বীয়ানুভবদ্বারা চিদ্ভিন্ন সকল দৃশ্য বস্তু আদ্যন্ত বিশিষ্ট জানিয়া, অতএব অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা

এই জ্ঞাত হইলে বিরক্ত হইয়া বিচরণ করে। বিশ্বের অধি-ষ্ঠানভূত-ব্রহ্ম-জ্ঞান হইলেই বিশ্ব বাধিত হয়, এজন্য জগতের মিথ্যাত্ব। যদ্রূপ শুক্তিরূপাধিষ্ঠানে দোষাধীন কল্পিত রজতাদি শুক্তিজ্ঞানে বাধিত হয়। সেই দোষ, স্বরূপাবরণকারিণী ও বিবিধ বিক্ষেপকারিণী সদসদ্বিলক্ষণা অনির্ব্বচনীয়া অনাদি অবিদ্যা জানিবে; তম অজ্ঞান মায়াদি শব্দ দ্বারা ঐ অবি-দ্যার অভিধান হয়। এই অবিদ্যা ব্রহ্মাত্মৈক্য বিজ্ঞান হেতু নিবৃত্তি হয়। তত্র প্রমাণং, ন পুনর্ম্মৃত্যবে তদেকং পশ্যতি ন পশ্যোহত্যতিমৃত্যুং পশ্যতি ইতি শ্রুতিঃ। অস্যার্থঃ, যে ব্যক্তি এক ব্রহ্ম দর্শন করে, সে জন পুনর্ব্বার অবিদ্যাকে লাভ করে নাই। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। এবং বৃহদারণ্যকে মূর্ত্তা-মূর্ত্তাদি নিরূপণানন্তর উক্ত আছে, অথো আদেশো নেতি নেতি। নহ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি ইত্যাদি শ্রুতিঃ। অস্যার্থঃ, এই ব্রহ্মে নানাবিধ জ্ঞেয় জ্ঞানস্বরূপ কিঞ্চি-ন্মাত্র নাই। নেতি নেতি অর্থাৎ নাই নাই এই দ্বিরুক্তি দ্বারা ব্রহ্মসম্বন্ধি জড় চেতনের নিষেধ করিয়া উপদিশ্য-মান ব্রহ্মই জ্ঞেয় হইয়াছেন। ব্রহ্ম হইতে জড় চেতন অন্য নহে, প্রথম নকারে উক্ত হইয়াছে ও দ্বিতীয় নকারের দ্বারা তাহা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। প্রপঞ্চের ন্যায় ব্রহ্মের অসম্ভব নহে, ব্রহ্ম দৃশ্য প্রপঞ্চ হইতে অন্য। অতএব প্রপঞ্চ হইতে পর অর্থাৎ সকল ভ্রমের অবধিভূত সন্মাত্র ব্রহ্ম আছেন। ঐ ব্রহ্ম, নির্ব্বিশেষ, চিন্মাত্র, সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন। তাহাতে প্রমাণ, যথা শ্রীভাগবতে। শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং

শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বমিত্যাদি। সেই ব্রহ্ম তদুপাসকের সোঽহং এই ভাবনা দ্বারা আত্মা হন, ইহা বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে উক্ত আছে; যথা, আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চেতি। অস্যার্থঃ, সেই ব্রহ্ম আমার আত্মা এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ সকলে জানেন এবং শিষ্যদিগের তাহাই গ্রহণ করান্। দ্বৈতবাদীরা সত্য জ্ঞান ইত্যাদি পদদ্বারা গুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম প্রতিপন্ন করেন। তাহা নহে, সত্যাদি পদদ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাবগতি হয়, তাহা হইলে সত্যাদি শব্দের একার্থ কথন নিমিত্ত এক-পর্য্যায়ত্ব দোষ এবং পর্য্যায়ভূত ঐ সকল শব্দের একার্থ হইলেই সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, ইত্যাদি শব্দের এক কালেই কথনে ঘট, কলস, কুম্ভ, আনয়ন কর, ইহার তুল্য পুনরুক্তি দোষ হয় না। সত্যাদি শব্দ দ্বারা সত্যাদি গুণবিশিষ্ট স্বীকারে সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চেতি নির্গুণ-শ্রুতি বিরুদ্ধ হয়। এস্থলে এই উক্ত হইয়াছে; যেরূপ ভরতাদি-আচার্য্যকর্ত্তৃক উক্ত, বাচক ও লাক্ষণিক ও ব্যঞ্জক এই ত্রিবিধ শব্দ, সেই সকল শব্দের অভিধা লক্ষণা ব্যঞ্জনা ত্রিবিধা শক্তি হয়; ঐ ত্রিবিধ বৃত্তির দ্বারা বাচ্য লক্ষ্য ব্যঙ্গ এই ত্রিবিধার্থ বোধ হয়, এতন্মধ্যে ব্যঞ্জনাতে অসংখ্য ভেদ, প্রতীতি বশ হেতু স্বীকৃত হয়, সেই প্রতীতি সকলের আছে, তদ্রূপ আমরা কল্পনা করি যে, অভিধা ও লক্ষণা ব্যতিরেকেও কেবল নির্গুণ শ্রুতি সমূহের প্রতীতি দ্বারা সত্যাদি শব্দ নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রকে বোধ করান্, তাহাই স্বীকার্য্য। এরূপে সেই সকল সত্যাদি শব্দের একার্থতা ও অপর্য্যায়তা হয়, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। যদি বল, দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া ইত্যাদি শ্রুতিতে

জীব-ঈশ্বরের যে ভেদ উক্ত আছে তাহার কি গতি ? তাহাতে কহিতেছেন যে, প্রসিদ্ধ বিষয়ে শাস্ত্রাপেক্ষা নাই, যেহেতু সামান্য হলিক জন আপনা হইতে যে ইতর, তাহা হইতে আপনার ভেদ জ্ঞাত আছে, অতএব তদ্ভেদ কথনে ফলাভাব। এবং ভেদবাদীদিগের ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা বৈকুণ্ঠে গতি হইলেও সেই বৈকুণ্ঠে উপাসনারূপ পারতন্ত্র্য নিবৃত্তি নাই, যদ্রূপ সম্পন্ন ব্যক্তি রাজ-সেবক হইলেও তাহার রাজসেবা নিবৃত্তি নাই তদ্রূপ। যদি বল, অপুরুষার্থরূপভেদ কাহা হইতে হয়। উত্তর, ঐ ভেদ জীব হইতেই হয়, যেরূপ শুক্তির অজ্ঞানহেতু শুক্তিতে রজতভান হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মের অজ্ঞানহেতু সেই ব্রহ্মে প্রপঞ্চভান হয়, অতএব শুক্তিতে রজতের ন্যায় প্রপঞ্চ মিথ্যা, তাহা হইলেই প্রপঞ্চভেদও মিথ্যা। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পরাশর ঋষি এই অর্থ নিশ্চয় করিয়াছেন; যথা, জ্যোতিংষি বিষ্ণুর্ভুবনানি বিষ্ণুস্তথাহি বিষ্ণুর্বিদিশো দিশশ্চ। সরিৎসমুদ্রাশ্চ স এব সর্ব্বং যদস্তি নাস্তীতি চ বিপ্রবর্য্য॥ জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোঽসৌ বিশেষমূর্ত্তির্ন তু বস্তুভূতঃ॥ যদা তু শুদ্ধং নিজরূপিসর্ব্বকর্ম্মক্ষয়ে জ্ঞানমপাস্তদোষং। তদাহি সংকল্পতরোঃ ফলানি ভবন্তি নো বস্তুষু বস্তুভেদাঃ॥ অস্যার্থঃ, জ্যোতিঃ পদার্থ ও ভুবন ও বিদিক দিক ও নদী সমুদ্র ও অস্তি নাস্তি এই সকল বিষ্ণু হইয়াছেন, যেরূপ স্থাণুতে পুরুষ ভ্রম হয় তদ্রূপ। সেই বিষ্ণু জ্ঞান স্বরূপ, তাঁহার বস্তুভূতবিশেষ মূর্ত্তি নাই। অতএব ভুবনাদি রূপত্ব এবং দেবমনুষ্যাদি আকারত্ব সেই বিষ্ণুর মিথ্যা; যেহেতু জ্ঞানস্বরূপ বিষ্ণু হন। এই ভ্রমের কবে নিবৃত্তি

হয়? যৎকালীন জ্ঞান নিজরূপি হইয়া শুদ্ধ হন। সেই শুদ্ধ কবে হন? যৎকালে সদ্‌গুরূপদেশ কর্ত্তৃক লব্ধ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্তভেদ হয়, তৎকালীন সংকল্পবৃক্ষের ফল হয়, তাহা হইলেই বস্তুতে বস্তুভেদ হয় না। সেই হেতু পরাপরাত্মার অভেদই যথার্থ, ভেদ, ব্যবহারিক মাত্র এই সিদ্ধ হইল। ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেব তে অহং যোঽহং সোঽসৌ যোঽসৌ সোঽহমিতি তত্ত্বমসীত্যাদি বাক্যে ভাগলক্ষণা দ্বারা অর্থাৎ যে লক্ষণাতে কিঞ্চিদংশের পরিত্যাগ ও কিঞ্চিদংশের অপরিত্যাগ হয়, তাহাকেই ভাগলক্ষণা কহে, তদ্দ্বারা বিরুদ্ধগুণাংশ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরগত বিভুত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব ও জীবগত অণুত্ব ও নিয়ম্যত্ব এই সকল বিরুদ্ধ গুণাংশ ত্যাগ করিয়া কেবল এক চৈতন্যমাত্র, জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইয়াছে, অতএব বলবান্ নির্গুণ বাক্যের অনুরোধহেতু সগুণবাক্য দুর্ব্বল জানিবে। যদি বল, সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বর-মিত্যাদি স্থলে ব্রহ্মের রূপিত্ব শ্রবণহেতু কিরূপে নির্গুণ হইতে পারে? তাহার উত্তর, সেই বিষ্ণুর কোন স্থানে যে রূপ বর্ণনা আছে, তাহা কল্পিতই জানিবে। যথা রামোপনিষদি, চিন্ময়-স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা। অস্যার্থঃ, বিজ্ঞানময় ও অদ্বিতীয় ও নিরংশ ও দেহেন্দ্রিয় প্রাণসম্বন্ধ রহিত, এতাদৃশ পরব্রহ্মের রূপকল্পনা কেবল উপাসকের কার্য্যনিমিত্ত হয়। সেই কার্য্যই কি, যথা সপ্ততারাত্মক সূক্ষ্মারুন্ধতী দেখাইবার জন্য বরবধূকে প্রথমত স্থূল সপ্ততারাত্মক অরুন্ধতী দেখাইয়া পরে তন্মধ্যে সূক্ষ্মারুন্ধতী একটি দেখায়, তদ্রূপ বিজ্ঞান-

মাত্র ব্রহ্মে রত হইবার জন্য ব্রহ্মের রূপাদি কল্পনা। যদি বল, অদ্বিতীয় বাদে ব্রহ্মভিন্ন সকল বস্তুর কল্পিতত্বহেতু মিথ্যাত্ব হয়, তাহা হইলে মিথ্যাভূত শাস্ত্র ও আচার্য্য ও তদুপদিষ্ট সাধন সকলের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি লক্ষণ মোক্ষহেতুতা কিরূপে হয়? তাহার উত্তর, যেরূপ মিথ্যাভূত রজত দ্বারা সত্যশুক্তিজ্ঞান হয়, তদ্রূপ মিথ্যাভূত শাস্ত্রাদি দ্বারা সত্য ব্রহ্মজ্ঞান হয়। তাহাতে দৃষ্টান্ত, স্বপ্নগত স্ত্রীসঙ্গ ও শিরশ্ছেদাদি অসত্য হইলেও তদ্দ্বারা তৎকালে সত্য সুখ ও দুঃখের লাভ হয়। সেই হেতু নির্বিশেষ চিন্মাত্র অদ্বৈত ব্রহ্মই সত্য, তদ্ভিন্ন সকল ব্রহ্মে পরিকল্পিত মিথ্যাভূত জানিবে।

এইরূপ অদ্বৈতবাদীর পূর্ব্বপক্ষের পরিহার ও সমাধান কহিতেছেন। এই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ হৃদিস্থ করিয়া তোমার দুইটি চিন্তনীয় হইয়াছে। অজ্ঞান নিবৃত্তি ও আনন্দপ্রাপ্তি দুইটি ফল আছে, অভেদব্রহ্মে ফল নাই। তন্মধ্যে প্রথম, যে অজ্ঞাননিবৃত্তি ফল, তাহা পূর্ব্বপাদে অজ্ঞানসিদ্ধ দূষিত করায় প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। দ্বিতীয় যে আনন্দপ্রাপ্তিফল তাহাতে আমি আনন্দযুক্ত এই প্রতীতিহেতু নির্বিশেষত্বের ক্ষতি হয়। যদি বল, আনন্দ প্রাপ্তিকে স্বরূপ বলা যায়, কোন ধর্ম্ম নহে। উত্তর, ধর্ম্ম না হইলে সাধনের ব্যর্থতা হয়। এবং তব প্রমাণিত ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি এই শ্রুতি জীবের ব্রহ্মতা প্রাপ্তিতে প্রমাণ নহে। ব্রহ্মৈব এস্থলে এব শব্দের সাদৃশ্যার্থকত্ব হয়; তাহাতে প্রমাণ, "ব বা যথা তথা বৈব সাম্যে" এই শাসন থাকায় ব্রহ্মৈব অর্থাৎ ব্রহ্মসম আনন্দময় হয়, এই অর্থ করিতে হইবে; এই অর্থ

করিলেই ব্রহ্মভাবানন্তর ব্রহ্মপ্রাপ্তি সংগতা হয়। অন্যথা অর্থাৎ ব্রহ্মতাপত্তি স্বীকার করিলে, নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্য-মুপৈতি এই শ্রুতি এবং ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্য-মাগতাঃ। সর্গেপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ এই ভগবদ্গীতা, এই উভয়স্থলে জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মের সাম্যভাব যাহা উক্ত আছে, তাহার সহিত বিরোধ হয়। ভগবদ্গীতাতে ব্রহ্মসাম্য-প্রাপ্ত ব্যক্তির সৃষ্টিতে জন্ম ও প্রলয়ে নাশ নিষেধ করাতেই মুক্তিলাভ কহা হইয়াছে। এবং অদ্বৈতবাদিন্, তুমি মধ্যে যাহা কহিয়াছ, জীব ব্রহ্মাভেদ শাস্ত্রৈকগম্য; লোক গতির ও শাস্ত্রমাত্র গতির ভেদ আছে অর্থাৎ শাস্ত্র-গতি দ্বারা যাহা জ্ঞাত হয়, তাহা লোক-গতিতে হয় না, ইহা নিরাস করিতেছি। লোকে অজ্ঞাত জীব-ব্রহ্মাভেদ শাস্ত্রকর্ত্তৃক জ্ঞাত হয়, অতএব সেই অভেদে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য ইহা বাচ্য নহে, যেহেতু শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্ণয়কারি পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক উপ-ক্রমোপসংহারাদি ষড়্‌বিধ লিঙ্গদ্বারা জীব-ব্রহ্মভেদ নির্ণীত হইয়াছে। যদি বল, দ্বৈতবাদীকর্ত্তৃক ষড়্‌লিঙ্গ দ্বারা অদ্বৈত নির্ণীত আছে। উত্তর, এরূপ নহে, যেহেতু সেই অদ্বৈত, ব্রহ্মাতিরিক্ত, কি ব্রহ্মাত্মক, ইত্যাদি বিকল্প দ্বারা পূর্ব্বে নিরাস হেতু দ্বৈতীদিগের ষড়্‌লিঙ্গের দ্বারা অদ্বৈত নিরূপণ মত নহে। সেই হেতু, নরশৃঙ্গের ন্যায় অদ্বৈতের অসত্তা জানিবে। এবং সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ এই শ্রুতিতে ইদং শব্দ প্রতিপাদ্য জগতের শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই উপাদান ও নিমিত্ত কারণ এই বিবক্ষিত হইয়াছে। যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভব-ত্যমতং মতমিত্যাদিশ্রুতিতে এক বিজ্ঞানে সকল বিজ্ঞান

প্রতিজ্ঞা থাকায় ব্রহ্মের উপাদান কারণত্ব, ও তত্তেজোঽসৃজতেত্যাদি শ্রুতিতে সৃজতি এই পদ দ্বারা নিমিত্ত কারণত্ব উক্ত আছে। অতএব সদেব সৌম্য এই বাক্য জীবব্রহ্মাভেদে প্রমাণ নহে। একমেবাদ্বিতীয়মিতি শ্রুতিতে এক পদ দ্বারা অভেদ নিষ্পত্তি হওয়াতে এব পদ ও অদ্বিতায় পদের নিষ্ফলতাপত্তি হয়। যদি বল, ক্ষেত্রজ্ঞগণ হইতে সজাতীয় ভেদ ও প্রকৃত্যাদি হইতে বিজাতীয় ভেদ ও স্বীয় গুণ হইতে স্বগত ভেদ এই ভেদত্রয়ের নিবারক রূপে এক, এব, অদ্বিতীয়, এই তিনটি পদের সার্থকতা আছে, ইহা কহিতে পার না; যেহেতু পূর্ব্বে বামন পাদে অভেদের নিরাস হইয়াছে। সেই হেতু এব ও অদ্বিতীয় পদে ব্রহ্মেতর সকলাভাব এবং সেই ব্রহ্মভিন্ন সকলাভাবের আকাশ পুষ্পের ন্যায় অবস্তুত্ব ও ব্রহ্মাত্মকত্ব ইত্যাদি কল্পনা দূরোৎসারিতা হইল। এবং সেই কল্পনা দ্বারা তবাভিমত সিদ্ধ হয় না। যেহেতু অভাব দ্বারা সদ্বিতীয়ত্বাপত্তি হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মেতর সর্ব্বাভাবের অবস্তুত্ব হইলেও ব্রহ্মেতে অভাবের অধিকরণত্ব ভাবরূপ প্রতীতি হেতু সদ্বিতীয় হন। স্বমতে দোষার্পণ করিয়া তার্কিক মত দ্বারা দোষার্পণ করিতেছেন। যথা ব্রহ্মের সর্ব্বাভাব রূপত্ব হইলে ব্রহ্মের শূন্যতাপত্তি হয়। যেরূপ ভূমিতে ঘটাভাব এই বাক্যে ভূমিতে ভূমিতে ঘটাভাবের অনুভব হয়। সেই রূপ ব্রহ্মের শূন্যতাপত্তি হয়। স্বমতে অভাবের অধিকরণত্ব রূপে যে দোষার্পণ হইয়াছে তাহাতে বিশেষ বলে ঐ অভাবাধিকরণের ভাবরূপত্ব ব্রহ্মের আছে। সেই হেতু অদ্বিতীয়

পদার্থ দ্বয় কল্পক এই মত তুচ্ছ। তুমি, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন এই শ্রুত্যর্থ দ্বারা যে ভেদ নিষেধ করিয়াছ, সেই শ্রুতির তাৎপর্য্য তাহা নহে। ঐ শ্রুতিতে ব্রহ্মধর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে ইহাই নিষেধ হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে পূর্ব্ব-প্রমাণিত যথোদকং দুর্গে বৃষ্টমিত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতে তদ্ধর্ম্ম পৃথক্‌দর্শীর নরক শ্রবণ আছে। এবং যাহা কহিয়াছ, নানাবিধ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ত্বাদির নিষেধ এই শ্রুতি দ্বারা হইয়াছে, তাহাও নহে, যেহেতু জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদি ভাবের শ্রুতি প্রতিপাদিতত্ব আছে। তথাচ শ্রুতিঃ, তমাত্মস্থং যে তু পশ্যন্তি ধীরাঃ এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থমিত্যাদি। অস্যার্থঃ, জ্ঞেয় ব্রহ্ম নিত্য আত্মস্থিত, ঐ আত্মস্থ ব্রহ্মকে যে পণ্ডিত দেখে সে মুক্ত হয়। এই শ্রুতি দ্বারা প্রতিপাদিতার্থের শ্রুতি দ্বারা নিষেধ হইলে সেই শ্রুতির উন্মত্ততা হয়। আর যাহা কহিয়াছ, যত্র হি দ্বৈতমিবেত্যাদি শ্রুতিতে কল্পিত হেতু ভেদ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা মন্দ, কল্পিত ভেদ নহে, ভেদের পারমার্থিকত্ব আছে। তথাচ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি। পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি। অস্যার্থঃ, প্রেরিতা পরমেশ্বরকে ও প্রের্য্য আত্মাকে প্রেরক ও প্রের্য্য ভাবে ও অণুত্ব বিভুত্ব ভাবে ও স্বামিত্ব ভৃত্যত্ব ভাবে উভয়ের ভেদজ্ঞান করিয়া তদনন্তর ঐ পার্থক্যজ্ঞান দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। অতএব সেই অভেদ বাক্যে এই অর্থ করিতে হইবেক যে, দ্বৈত সমুদায় ব্রহ্মাধীন হয়, এজন্য ব্রহ্মাত্মকমিদং জগৎ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ জগৎ এই শ্রুতির অভিপ্রায়। যদ্রূপ বাগাদীন্দ্রেয়ের

প্রাণাধীন বৃত্তি হেতুক বাগাদীন্দ্রিয় সকলের প্রাণাত্মকত্ব ব্যপদেশ আছে তদ্রূপ। তথাচ শ্রুতিঃ, প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতীতি। অস্যার্থঃ, এই সমুদয় ইন্দ্রিয় প্রাণাধীন হেতু প্রাণই হন। ভেদজ্ঞানের মোক্ষ হেতুত্ব যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন। যথা, যদানুপশ্যতেঽন্যোঽহমন্য এষ ইতি দ্বিজ। তদা স কেবলীভূতং ষড়্বিংশমনুপশ্যতি॥ অস্যার্থঃ, যৎকালীন আমি অন্য ও ঈশ্বর অন্য এই মত জীব দর্শন করেন, তৎকালীন আপনাকে শুদ্ধ জীব করিয়া দেখেন। এবং জীবের ব্রহ্মতে স্থিতি ও ব্রহ্ম ব্যাপ্য হেতু ব্রহ্মাত্মকতা আছে। তথাচ মোক্ষধর্ম্মে জনকযাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে। অন্যশ্চ পরমো রাজন্ তথান্যঃ পঞ্চবিংশকঃ। তৎস্থত্বাদনুপশ্যন্তি হ্যেক এবেতি সাধবঃ॥ অস্যার্থঃ, হে রাজন্, পরম অর্থাৎ হরি, তিনি অন্য, তথা পঞ্চবিংশক জীব, অন্য, পরমের আধারকত্ব হেতু এক অর্থাৎ পরম হরি হইতে অভিন্ন রূপে সাধুগণ দেখেন। এবং ভগবদ্গীতাতে অর্জ্জুন-বাক্য আছে। সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোসি সর্ব্ব ইতি চ। অস্যার্থঃ, যেহেতু ভগবন্ তুমি সকল ব্যাপন কর, এই হেতু সকল তোমার স্বরূপ হয়। এমতে সঙ্গতিত্রয় দেখাইয়া যত্র হি দ্বৈতমিত্যাদির বাক্যার্থ যোজনা করিতেছেন, যথা তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে সংসার দশাতে ব্রহ্মাধীন বোধাভাব হেতু অজ্ঞ জীবের স্বতন্ত্র ন্যায় বোধ হয়, তৎকালীন ইতর জীব, ইতর রূপে ব্রহ্মকে দর্শন করে অর্থাৎ আপনাকেই স্বতন্ত্র বলিয়া জানে। যৎকালীন শাস্ত্রাচার্য্য প্রসাদ দ্বারা বিগতাজ্ঞান হয়, তৎকালীন নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়, ভগবৎ স্বরূপশক্তি অর্থাৎ পরাখ্যাহ্লাদিনী

সম্বিৎশক্তি প্রসাদ দ্বারা লব্ধ পার্ষদ ভাব হয়, সে সময় কেন কম্পশ্যেৎ অর্থাৎ প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়ের অভাব হেতু অপ্রাকৃত চক্ষুরাদি দ্বারা কোন্ বান্ধবাদিকে দেখিবে অর্থাৎ কিঞ্চিৎ-মাত্র দেখে না, কিন্তু সেই অপ্রাকৃত চক্ষু দ্বারা ভগবানকে দর্শন করে ও ভগবত্তনু সাক্ষাৎকার হয়, এবং তাহার বাঞ্ছিত তনু লাভ হয়। •তত্র প্রমাণং কাঠকশ্রুতিঃ, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বামিতি। অস্যার্থঃ, যে সাধনসম্পন্ন মুমুক্ষু জীবকে এই পরমাত্মা স্বীকার করেন, ভগবান্ তাহাকে অন্যের অলভ্য অর্থাৎ সেই ভক্ত লভ্য স্বীয় পার্ষদ শরীর প্রদান করেন। এবং বাচারম্ভনমিত্যাদি স্থলে এই অর্থ যে, প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তিযুক্ত কারণ ব্রহ্ম হইতে কার্য্য জগৎ অভিন্ন, তাহাতে হেতু বাক্যমাত্র দ্বারা ঘট নাম-ধেয় হইয়াছে, বাস্তব মৃত্তিকাই সত্য। এই অর্থ না করিলে শুক্তি রজতের ন্যায় জগতের মিথ্যাত্ব স্বীকারে সত্য ব্রহ্ম ও অসত্য নশ্বর জগতের অভেদের অনুপপত্তি হয়। ইতোঽন্য-দার্ত্তমিতি, এস্থলে ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ মিথ্যা, এই অর্থ যাহা করিয়াছ তাহা নহে, ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ দুঃখী, এই অর্থ করিতে হইবেক। এতদর্থে গীতা ও শ্রীভাগবত প্রমাণ। যথা, আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থীতি তস্মাদিদং জগদশেষসৎস্বরূপং স্বপ্নাভমস্ত-ধিষণং পুরুদুঃখদুঃখমিতি চ। এই প্রমাণদ্বারা নিখিলজগৎ দুঃখি তাহা প্রতিপন্ন আছে। এবং একাদশস্কন্ধে গুণাঃ সৃজন্তীত্যাদিশ্লোকে অরবিন্দ নেত্র ভগবান্ অদ্বৈতবাদ উপ-দেশ করিয়াছেন, এ কথা কহিতে পার না। যেহেতু ভগবান্ নিজে পরেশাভিমানী, সেই ভগবানের মিথ্যাভূত বস্তু উপপন্ন

করাতে উপদেশকর্ত্তৃত্ব হইতে পারে না, উপদেষ্টা হইলে তাহাকে সত্যবস্তু কহিতে হয়। এবং একাদশস্কন্ধে পূর্ব্বাপর ভগবদুক্তি বিরোধ হয়। ঐ একাদশস্কন্ধীয় ভগবদুক্তির তাৎপর্য্য এই যে, পরমার্থ-সত্য-পরমেশ্বর-বৈমুখ্য-হেতু জীবের সংসার রতি হয়। পরমেশ্বর সাম্মুখ্য হেতু সংসারোপরতি হয়, এই একাদশস্কন্ধে উপন্যাস হইয়াছে। সেই হেতু এই অর্থ করিতে হইবেক যে, নশ্বর রূপে বিশ্ব দর্শন করত হৃদয় শুদ্ধি, এবং লোক সংগ্রহ এই ইচ্ছাদ্বারা নিবৃত্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করত, ও যমনিয়মাদি ভজনা করত, মদভিজ্ঞ গুরুর সমীপস্থ হইয়া তদুপদেশে প্রকৃতি, জীব, ঈশ্বর, এই তত্ত্বত্রয় বিদিত হইয়া গুরূপসত্তি লব্ধবিদ্যা দ্বারা সংসার খণ্ডন করে। এই যে ভগবানের স্বমত তাহা ময়োদিতেষ্ববহিত ইত্যাদি শ্লোক সকলে পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে। ভগবান্ নিজোপদিষ্ট সিদ্ধান্তের পরিপক্ক জ্ঞানের জন্য তৎপ্রতিপক্ষভূত মতান্তর বিংশতি শ্লোকদ্বারা নিরাকৃত করিয়াছেন, সেই বিংশতি শ্লোকের মধ্যে অথৈযামিত্যাদি সপ্তদশ শ্লোক দ্বারা কর্ম্মজড়দিগের মত স্বয়ং উপন্যাস করিয়া দূষিত করিয়াছেন। গুণাঃ সৃজন্তীতি এক শ্লোক দ্বারা সাংখ্যমত আশ্রয় করিয়া জীবের স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব দূষিত করিয়াছেন। সাংখ্যমতে অস্বতন্ত্র পুরুষ হয়। যাবৎস্যাদিত্যাদি সার্দ্ধশ্লোকদ্বারা জ্ঞানমাত্রাদ্বৈতকে আশ্রয় করিয়া সাংখ্যমত দূষিত করিয়াছেন। সেই গুণাঃ সৃজন্তি এই শ্লোকের সাংখ্যমত দ্বারা অর্থ করিতেছেন। গুণ পদে সত্বাদি, ঐগুণ, কর্ম্মকে সৃষ্টি করেন; যদি বল, ইন্দ্রিয়ই কর্ম্মকর্ত্তা অনুভূত হয়, তাহাতে

উত্তর, গুণ যে অহঙ্কার, তিনিই ইন্দ্রিয়কে সৃষ্টি করেন, অতএব গুণকার্য্যাহঙ্কার-সৃষ্ট ইন্দ্রিয়াদির যে কর্ত্তৃত্ব, তাহা সত্বাদি-গুণের জানিবে। যদি বল, আত্মার ভোক্তৃত্ব থাকায় কর্ত্তৃত্বও আত্মার হউক, যেহেতু ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব একনিষ্ঠ হয়। তাহাতে উত্তর, জীব গুণযুক্ত হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করেন, অতএব ভোক্তৃত্বের গুণহেতুত্ব হওয়ায় ভোক্তৃত্বও গুণকার্য্য জানিবে, এই সাংখ্যসিদ্ধান্ত। সেই হেতু নির্ব্বিশেষ চিদদ্বৈতি-মতাবলম্বনে এইশ্লোকের ব্যাখ্যায় ভগবান্ সাংখ্যমত নিরস্ত করিয়াছেন। পরগ্রন্থে ভগবান্ স্বয়ং এই কুমতত্রয় প্রত্যা-খ্যান করিয়াছেন। যথা, য এতৎ সমুপাসীরংস্তে মুহ্যন্তি শুচা-র্পিতা ইত্যাদি॥ অস্যার্থঃ, কর্ম্মজড় সাংখ্যদিগের ও কেবলা-দ্বৈতীদিগের যে মত, তন্মতাবলম্বী হইয়া যে স্বীকার করে, সে ব্যক্তি শোকপ্রাপ্ত হইয়া মুগ্ধ হয়, অর্থাৎ সংসারে নিমগ্ন হয়, যেহেতু সেই সেই মত ভ্রান্তিমূলক হইয়াছে। যদি সেই মতের ভ্রান্তিমূলকত্বহেতু ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইল, সুতরাং গুণাঃ সৃজন্তীত্যাদি সার্দ্ধদ্বয়শ্লোকের দ্বারা অদ্বৈতবাদীর একজীববাদপরত্ব কল্পিতরহস্যও নিরস্ত হইল। তথাচ কাঠকশ্রুতিতে এক জীববাদ নিরস্ত আছে। যথা, নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদ-ধাতি কামানিতি॥ অস্যার্থঃ, যিনি ঈশ্বর, তিনি নিত্য, চেতন, এক, নিত্য ও চেতন বহুজীবের বাঞ্ছিত সম্পাদন করেন। এই শ্রুতিদ্বারা তর্কশাস্ত্রে জ্ঞানাধিকরণহেতু জীব ও ঈশ্বরকে আকাশ তুল্য বিভু স্বীকার করেন, তাহাও নিরস্ত হইল। নিত্য অনাদিগুণযুক্ত অণুচৈতন্যজীব ও নিত্য অনাদিগুণবিশিষ্ট চিৎ-

সুখবিগ্রহস্বরূপ ঈশ্বর এই প্রতিপাদিত হইল। অদ্বৈতবাদিন্, তুমি একাদশস্কন্ধীয় কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ। বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ॥ ইত্যাদি শ্লোকে অর্থাৎ দ্বৈতের অসত্যতা রূপে স্তুতি ও নিন্দার বিষয় নাই, অবস্তু দ্বৈতের মধ্যে কিছু মাত্র ভদ্র ও অভদ্র কিয়ৎ পরিমাণে নাই; যেহেতু বাক্য দ্বারা উদিত ও চক্ষুরাদি দ্বারা যে বস্তু দৃশ্য সে মিথ্যা জানিবে; এই অর্থ করিয়া কেবল ঐক্যবাদ যাহা স্বীকার করিয়াছ, তাহা ভগবানের অভিমত নহে, যেহেতু পরে সেই বাদ নিরাকৃত করিয়াছেন। যথা তত্রৈব, এতাবানাত্মসংমোহো যদ্বিকল্পস্তু কেবলে। আত্মমায়ামৃতে সম্যগবলম্বো ন যস্য হি॥ অস্যার্থঃ, কেবলচিদেকরস নির্গুণব্রহ্মে আমি প্রপঞ্চ হই এই ভ্রম সেই অজ্ঞান জানিবে, তাদৃশ ভ্রম কহিবার যোগ্য নহে। এতদ্দ্বারা সেই পরমেশ্বর মায়াপরিমোহিত হইয়া শরীর ধারণ করিয়া সকল করেন, এই শ্রুত্যর্থাভাসকে আশ্রয় করিয়া ভ্রান্ত রাজপুত্র যেরূপ কৈবর্ত্ত, সেইরূপ ভ্রান্ত ব্রহ্মই জীব, এই তব মত নিরস্ত হইল। অজাত্মকামিতি অর্থাৎ এই জগৎ প্রকৃত্যাত্মক এই শ্রুত্যর্থাভাস আশ্রয় করিয়া সাংখ্যমতাবলম্বী কহিয়া থাকেন, যদ্রূপ তণ্ডুলপাক তণ্ডুলসংযুক্ত হয়, তদ্রূপ লোক ও জীব প্রকৃতি সংযুক্ত হইয়া কর্ত্তৃত্ব ও ভক্তৃত্বকে ভজনা করেন, এই যে মত তাহা আত্মমায়েত্যাদি অর্দ্ধশ্লোকে দূষিত হইতেছে। অসাধারণ সত্যসংকল্পাদিশক্তিযুক্ত পরমেশ্বর ভিন্ন জীববিষয়ে প্রপঞ্চাত্মক পরিণামের সম্যক্ অবলম্বন নাই। যদি বল, জীবচ্ছায়া অচেতনপ্রকৃতি হন, এজন্য জীবই অবলম্বন হন; তাহা নহে,

জীবের নৈরূপ্যহেতু ছায়া নাই, জীবের সার্ব্বজ্ঞ্যাদি শ্রবণ না থাকায় তাদৃশী শক্তি নাই। যদ্রূপ শুক্তিস্বরূপানভিজ্ঞ জন কর্ত্তৃক শুক্তিতে রজত আরোপিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মস্বরূপানভিজ্ঞ কর্ত্তৃক ব্রহ্মে জগৎ আরোপিত হয়; অতএব রজতের ন্যায় জগৎ মিথ্যা, এতদর্থ, 'রজ্জ্বামহের্ভোগভবাভবৌ যথা' এই স্মৃত্যর্থাভাস আশ্রয় করিয়া অদ্বৈতৈকদেশী যে কল্পনা করেন, তদ্দূষিত করিতেছেন। যথা, যন্নামাকৃতিভির্গ্রাহ্যং পঞ্চবর্ণমবাধিতং। ব্যর্থেনানর্থবাদোয়ং দ্বয়ং পণ্ডিতমানিনাং॥ অস্যার্থঃ, নাম দ্বারা আকৃতি দ্বারা এবং রূপ দ্বারা গ্রাহ্য এই ভূম্যাদিপঞ্চকদ্বৈত অবাধিত, অর্থাৎ সত্য যে ঈশ্বর তৎশক্তিময়ত্বহেতু সত্য। সৎপ্রতিপক্ষ অনুমানদ্বারা শুক্তি রজত তুল্য অর্থবাদ অর্থাৎ মিথ্যা, এই কথন পণ্ডিতমানীদিগের হয় পণ্ডিতের হয় না। সেইহেতু এই অর্থ করিতে হইবে যে, এই গ্রন্থে পূর্ব্বে ভগবৎপ্রাপ্তিহেতুভূতা ভক্তি উপদিষ্টা হইয়াছে, অতএব ভক্তি প্রতিকূল পরনিন্দা ও প্রশংসায় আবশ্যক নাই। কিন্তু অবস্তুত্বরূপে প্রপঞ্চের বিকারিত্ব ও পারতন্ত্র্য যাহা দর্শিত আছে, সে স্থলে অবস্তু শব্দের পরিণামী এই অথ জানিবে। তথাচ বিষ্ণুপুরাণে, যত্তু কালান্তরেণাপি নান্যসংজ্ঞামুপৈতি বৈ। পরিণামাদিসংভূতাং তদ্বস্তু নৃপ তচ্চ কিং॥ অনাশি পরমার্থঞ্চ প্রাজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে। তত্তু নাশি ন সন্দেহো নাশিদ্রব্যোপপাদিতং॥ অস্যার্থঃ, যদ্বস্তু কালান্তরেও পরিণামাদিকৃত অন্যসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন না, সে বস্তু কি? সেই প্রশ্নে উত্তর, পরিণামজাত-রূপ-নাম-শূন্য যে বস্তু, তাহাকে পারমার্থিক বস্তু প্রাজ্ঞজন কহেন। আর যদ্বস্তু

পরিণামি হন তাহাকে অবস্তু কহেন। দ্বৈতমনৃতং এই স্থলে দ্বৈত প্রপঞ্চ মিথ্যা এই অর্থ নহে। ঋত অর্থাৎ সত্য প্রিয় বাক্য যে দ্বৈতে নাই, পরমেশ্বরচিন্তনে প্রতি-কূল কর্কশ কপট বাক্যের ন্যায় প্রিয় বাক্য রহিত, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি বিষয়ে জগৎ প্রতিকূল, এজন্য জগৎ প্রিয় বাক্যে কথিত নহে। অতএব প্রপঞ্চের পরিণামিত্ব থাকায় প্রপঞ্চের প্রশংসা বৃথা। অস্বাতন্ত্র্যং দ্বৈতং, এস্থলে এই অর্থ করিতে হইবেক যে, দ্বৈত যৎকিঞ্চিৎ পরমার্থ রূপ ফল জন্মাইতে না পারিয়া বরং আনুষঙ্গিক অপুরুষার্থ রূপ ফল প্রদান করেন, এজন্য পুরুষের ছায়াদি অস্বতন্ত্র, অর্থাৎ পুরুষাধীন যদ্রূপ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ তদ্রূপ প্রপঞ্চ অস্বতন্ত্র। তত্র প্রমাণং মহাভারতে। সত্যং স্বাতন্ত্র্যমুদ্দিষ্টং তচ্চ কৃষ্ণে ন চাপরে। অস্বাতন্ত্র্যাত্তদন্যেষামসত্যং বিদ্ধি ভারত। অস্যার্থঃ, যথার্থ স্বাতন্ত্র্য কৃষ্ণে আছে, অপরে নাই। কৃষ্ণ হইতে অন্য সকলের অস্বাতন্ত্র্য হেতু অসত্যতা জানিবে সেই হেতু প্রপঞ্চের নিন্দা বৃথা। সেই ঈশ্বরের শক্তিময়ত্ব হেতু প্রপঞ্চ অস্বাতন্ত্র্য হন, আত্মৈব তদিদং বিশ্বমিত্যাদি শ্লোকে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রভু অর্থাৎ শক্তি যোগে সমর্থ, পরমেশ্বর, তিনিই এই বিশ্ব ও বিশ্বসৃষ্টি করেন। যদি বল, তাহা হইলে পরমেশ্বরে বিকারাপত্তি হয়, উত্তর, স্রষ্টা ও সৃজ্যভাব প্রাপ্ত হইলেও সেই পরমেশ্বরে অবিচিন্ত্য স্বরূপ মহিমা দ্বারা বিকার নাই। পরমেশ্বর সংকল্প মাত্রেই স্রষ্টা, অতএব প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন। নিরূপিতেয়ং ত্রিবিধা নির্মূলা ভাতিরাত্মনি। ইহার এই অর্থ যে, কর্ম্মজড় নিরীশ্বর কর্তৃক

নিরূপিতা সাত্বিকাদিরূপা ত্রিবিধা প্রতীতি জীবে হয়, অর্থাৎ কর্ম্মজড়েরা কহেন স্বকর্ম্ম দ্বারা জীব নিজভোগায়তন চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক জগৎ রচনা করেন, তাহা নির্মূলা, অর্থাৎ ইহাতে কিঞ্চিৎ প্রমাণ নাই। জগতের ঈশ্বরশক্তিময়ত্ব ব্যক্ত করিতে-ছেন। ইদং গুণময়ং বিদ্ধি ত্রিবিধং মায়য়া কৃতং॥ এতদ্বিদ্বান্ মদুদিতং জ্ঞানবিজ্ঞাননৈপুণং। ন নিন্দন্তি ন চ স্তৌতি লোকে চরতি সূর্য্যবদিত্যাদি॥ অস্যার্থঃ, মায়াকৃত এই গুণ-ময় ত্রিবিধভাবজ্ঞাত হও, এতৎজ্ঞাত জন নিন্দা করে না এবং স্তুতিও করে না, পরনিন্দাস্তুতিদ্বারা ভক্তি-প্রাবল্য-ক্ষতি হয়, তাহা এতদ্দ্বারা বিস্ফুট হইয়াছে। নিন্দাস্তুতি রহিত হেতু ভক্তি-তেজের পরিবৃদ্ধি হয়, অতএব সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বত্র অনাসক্ত হইয়া চরণ করে, অর্থাৎ ভগবানের অধীন জগতের উৎপত্তি প্রলয়, অতএব অস্বতন্ত্র প্রত্যক্ষাদি দ্বারা জানিয়া জগতে অনাশক্ত হয়।

অত্র স্থলে আশঙ্কা করিতেছেন। মায়াকৃতং জগৎ, ইত্যাদি স্থলে অসৎশব্দ প্রয়োগহেতু ঐন্দ্রজালিক রচিত তুল্য অবস্তু এই জগৎ বোধ হইতেছে, এই আশঙ্কা দূর করিতেছেন। যথা সুবালোপনিষদি, কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যথাতথ্যতো-ঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ইত্যাদি॥ অস্যার্থঃ, পর-মেশ্বর যথাতথ্যে অর্থাৎ সত্যতারূপে অর্থসমুদয় বিধান করিয়া-ছেন। জগৎ মিথ্যা কহিলে এই শ্রুতির কোপ হয়। এবঞ্চ বিষ্ণুপুরাণে, একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥ অস্যার্থঃ, প্রাদেশিক প্রমাণ দীপাদির দাহকাগ্নির প্রভা অর্থাৎ তৎপ্রকাশ-শক্তি-

বিস্তার যদ্রূপ, তদ্রূপ পরব্রহ্মের শক্তি বিস্তার, এই জগৎ। এই ব্রহ্মশক্তিরূপ জগৎ, ঈশ্বর-জীব-প্রকৃত্যাত্মক হন। তন্মধ্যে ঈশ্বরভাগ আবির্ভাব তিরোভাব বিশিষ্ট হন, জীবাদিভাগ, জন্মনাশ-বিকল্প বিশিষ্ট হন। এবং তুমি যাহা কহিয়াছ, ঐন্দ্রজালিক-রচিত তুল্য মিথ্যা, তাহা নহে, ঐন্দ্রজালিক দেশান্তর হইতে সত্যবস্তু আনিয়া যৎকালীন ইন্দ্রজাল দর্শন করায়, তৎকালীন সত্যই দর্শিত হয়; যদি বল, সেই দর্শনের কিঞ্চিৎকাল স্থিতিজন্য অসত্যতা হয়, তাহা নহে; কোন কালে মরু-ভূমিতে ঐন্দ্রজালিক কর্ত্তৃক দর্শিত দাড়িম-বাটিকার অদ্যাবধি বিদ্যমানতা আছে। একদেশস্থিতাগ্নিদৃষ্টান্ত দ্বারা অক্ষরের ক্ষরজগৎরূপ কিরূপে হয়, তাহা নিরস্ত হইল, এবং জ্যোৎস্না দৃষ্টান্তদ্বারা ব্রহ্মাদি জীবের তারতম্য অভিমত হইয়াছে, যদ্রূপ নিকটত্ব দূরত্ব বহুত্ব অল্পত্ব জ্যোৎস্নার ভেদ আছে, অর্থাৎ অগ্নির নিকটস্থ প্রভার বহুত্ব, দূরস্থ প্রভার অল্পত্ব, তদ্রূপ ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত ব্রহ্মশক্তির অবিদ্যাবৃত্তি তারতম্যহেতু বহুত্ব অল্পত্ব হয়। তত্র প্রমাণং বিষ্ণুপুরাণে যথা, তত্রাপ্যাসন্নদূরত্বাদ্বহুত্বমল্পতা যথা। জ্যোৎস্নাভিদোস্তি তচ্ছক্তেস্তদ্বন্মৈত্রেয় বিদ্যতে॥ এতদ্দ্বারা জন্মনাশ থাকাতে জগৎ মিথ্যা এই মত প্রত্যাখ্যান হইল। জন্মাদি, অনিত্য ব্যাপ্য হন, সত্যত্ব, নিত্যানিত্য সাধারণ ব্যাপ্য হন, অতএব জগৎ সত্য কিন্তু অনিত্য। তাহাতে দৃষ্টান্ত, অনিত্য সুখ, তদনুভব কালে ঐ সুখ আনন্দদায়ক হন। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই ত্রিকালে যে বস্তু না থাকে তাহাকেই মিথ্যা কহে, যথা আকাশপুষ্পাদি।

এবং বিষ্ণুপুরাণে যাহা উক্ত হইয়াছে, পরমার্থস্ত্বমেবৈকো নান্যোস্তীতি, অর্থঃ, পরমার্থত তুমি এক ভগবান্ অন্য কিছু নাই, এই স্থলে ন কদাচিদনীদৃশং জগৎ, অর্থঃ, অনীদৃশ, অর্থাৎ অস্বতন্ত্র ও অনিত্য জগৎ নহে, কিন্তু ঈদৃশ অর্থাৎ দৃষ্টরূপ এই জগৎ স্বতন্ত্র, ও নিত্য, এই যে কর্ম্মজড় মীমাংসকমতে নিত্য ও স্বতন্ত্ররূপে নিশ্চিত প্রপঞ্চ সেই প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়াছেন। নতুবা ব্রহ্মাত্মক প্রপঞ্চের নিষেধ নহে, ব্রহ্মাত্মক প্রপঞ্চের ব্রহ্ম গ্রহণ দ্বারা প্রাপ্তি আছে। এরূপ স্বীকার না করিলে অর্থাৎ ব্রহ্মের অনধীন নিত্য স্বতন্ত্র জগৎ স্বীকার করিলে চরাচর জগতের অনীশ্বরত্ব হেতু ভগবানের জগৎপতিত্ব রূপে স্তব হইতে পারে না। যদেতৎ জগৎ এই স্থলে এই ব্যাখ্যা, জ্ঞানাত্মক তোমার এই জগৎ, যেহেতু জগৎ সম্বন্ধিনী যে তোমার শক্তি, তন্ময়ত্ব জগতের আছে। জ্ঞানস্বরূপং জগৎ এই স্থলে জ্ঞানশব্দে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম স্বরূপ, অর্থাৎ সৃষ্টি পালনাদি দ্বারা বৃত্তিপ্রদ ব্রহ্ম হইয়াছেন যে জগতের সেই জগৎ, এই ব্যাখ্যা করিতে হইবেক। পরমেশ্বর বৃত্তিপ্রদ হওয়াতে জগৎ পরতন্ত্র জানিবে। যাহারা জ্ঞানযোগ-শূন্য তাহারা সেই মনুষ্যাদি রূপ অর্থাৎ মনুষ্যসম্বন্ধি জগৎ পরতন্ত্র দেখে, কিন্তু তব সম্বন্ধি জগতের পরতন্ত্র দেখে না, তাহারা ভ্রান্তিতেই দেখে, তাহাদিগের তুমি জগতের বৃত্তিপ্রদ, ত্বদধীন জগৎ এই জ্ঞান না থাকায় সংসার নিবৃত্তি হয় না। যাহারা অবুদ্ধি কর্ম্মজড় বেদবাদরত, তাহারা কহিয়া থাকেন, জগৎ ফলরূপ স্বতন্ত্র, যেহেতু ইহ লোকে স্ত্রীপুত্রাদির ও অন্ন রসাদির ও হস্ত্যশ্বাদির অনুভব দ্বারা সুখ আছে, এবং পর-

লোকে সুরাঙ্গনাসঙ্গ সুধাপানাদির অনুভব দ্বারা সুখ আছে, ইহাতেই জগৎ ফলরূপ তত্তৎ কারণত্ব হেতু স্বতন্ত্র ও নিত্য জগৎ, ঈদৃশ নিত্য জগতের কোন কর্ত্তা সম্ভাবনা করিতে শক্য নহে। যাহারা শাস্ত্রজ্ঞ তাহারা জ্ঞানাত্মক জগৎ এই স্থলে জ্ঞান ব্রহ্ম, আত্মা অর্থাৎ প্রবৃত্তিকারি হইয়াছেন যে জগতের, এই অর্থ করিয়া ব্রহ্মহেতু জগতের প্রবৃত্তি দর্শন করেন। তদ্রূপং জগৎ, এই স্থলে তোমা হইতে রূপ যার এই ব্যাখ্যা হইবে, নতুবা ত্বামিব অর্থাৎ তোমার ন্যায় নিত্য স্বতন্ত্র জগৎকে দেখেন এই কথাই কহিতেন। যে অদ্বৈত-বাদিগণ যথা শ্রুত প্রতীতার্থ পরতারূপে এই সকল শ্লোক ব্যাখ্যা করেন তাহাদিগের পূর্ব্বাপর গ্রন্থ-বিরোধ হয়। তথাহি, পূর্ব্বে মৈত্রেয়-পরাশরের প্রশ্নোত্তর এই দৃষ্ট হই-তেছে ; যথা, নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ। কথং স্বর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণোভ্যুপগম্যতে ইতি প্রশ্নঃ॥ অস্যার্থঃ, সত্বাদি গুণযুক্ত কর্ম্মাধীন অপূর্ণ পুরুষে উৎপাদনাদি কার্য্য দৃষ্ট হইতেছে, ব্রহ্ম যিনি সত্বাদিগুণ রহিত অতএব কর্ম্ম বশ্যতার অভাব হেতুক পরিপূর্ণ, তাঁহাতে সৃষ্টাদি কর্ত্তৃত্ব কি প্রকারে অঙ্গীকার্য্য, এই প্রশ্নার্থ, তত্রোত্তর, শক্তয়ঃ সর্ব্ব-ভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ। যতোতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ॥ ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যতোষ্ণতা॥ অস্যার্থঃ, নানাকার্য্যকল্পনকারিণী অচিন্ত্যবুদ্ধিবোদ্ধ্যা স্বভাব-ভূতা শক্তি সকল ব্রহ্মের হয়। তাহাতে দৃষ্টান্ত, যদ্রূপ বহ্নির উষ্ণতাশক্তি স্বাভাবিকী হয়, তদ্রূপ। রোগহরণে ঔষধি সকলের অবিচন্ত্যা স্বাভাবিকী শক্তি হয়, ঈশ্বরে হইবে

তাহা আশ্চর্য্য কি। অতএব সর্ব্ববৃহত্তম সর্ব্বানুগ্রাহক পর-ব্রহ্মের তাদৃশী সৃষ্ট্যাদিভাবশক্তি থাকায়, ব্রহ্মের কর্তৃত্ব-বিরোধ হয় না। ঈশ্বর শক্তিময়ত্বহেতু জগৎ জীব প্রকৃতি এই তিনই সত্য। জগতের ঈশ্বরশক্তিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। জীব ও প্রকৃতির ঈশ্বর শক্তিত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে, তত্র ভগবদ্-গীতায়াং প্রমাণং যথা, ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধি-রেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ অপরেয়-মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মামিকাং। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ অস্যার্থঃ, ভূম্যাদি চতুর্ব্বিংশতি প্রকারা প্রকৃতি, আমার অষ্ট প্রকার প্রকৃতিভেদ জানিবে। পঞ্চভূম্যাদিতে গন্ধাদি পঞ্চকের অন্তর্ভাব, গন্ধাদিপঞ্চকে পঞ্চ-তন্মাত্রের অন্তর্ভাব, অহঙ্কারে তৎকার্য্য একাদশেন্দ্রিয়ের অন্ত-র্ভাব, বুদ্ধিশব্দে মহত্তত্ত্ব, মনঃশব্দে মনোগম্য প্রধান, এমতে অষ্টধা প্রকৃতিতে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার তত্ত্ব হয়, এই প্রকৃতি জড়ত্ব হেতু অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্টা। ইহা হইতে অন্যা অর্থাৎ চেতনত্ব ও ভোক্তৃত্ব হেতু উৎকৃষ্টা জীবরূপা প্রকৃতি জানিবে, যে জীব রূপ প্রকৃতি কর্তৃক স্বকর্ম্ম দ্বারা এই জগৎ শয্যাদির ন্যায় ভোগ নিমিত্ত গৃহীত হইয়াছে। ভগবদ্গীতাতে যে, ভগবদুক্তি আছে, ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি এস্থলে স্বমতে এই ব্যাখ্যা, ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীর ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীব আমার অধীন বৃত্তি হেতু মদাত্মক জানিবে। চকারের সমুচ্চয়ার্থ করিয়া মুখ্যক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা ভগবান্। তথা উক্ত আছে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম। অস্যার্থঃ, সেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মদধীন বৃত্তি বিষয়ত্ব রূপে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান

আমার মত জানিবে। এতদ্দারা নতদস্তি বিনা যৎ স্যাদিতি অর্থাৎ পরমেশ্বর ব্যতিরেকে যে কিছু তাহা নাই। ইহাও ব্যাখ্যাত হইল। এস্থলে অদ্বৈতবাদী প্রত্যুত্থান করত পূর্ব্ব পক্ষ করিতেছেন। যথা কৈবল্যোপনিষদি, স এব মায়াপরি-মোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বং। স্ত্রিয়োন্নপানাদি বিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতুষ্টিমেতি ইত্যাদি। অস্যার্থঃ, সেই পরমাত্মা মায়া দ্বারা পরিমোহিতাত্মা হইয়া সত্ত্বপ্রধান শরীর ধারণ করিয়া হিরণ্যগর্ভ হইয়া সকল জগৎ করেন, সেই পরমাত্মা স্বীয়াবিদ্যাদ্বারা অভিভূত জীব হইয়া জাগ্রদবস্থাতে স্ত্রী ও অন্ন পানাদি ভোগ দ্বারা তুষ্টি প্রাপ্ত হন। ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা পরমেশ্বরের অবিদ্যা দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ ভাব উক্ত থাকাতে ঐ রজ্জু সর্পের ন্যায় ভ্রম নিবৃত্তি জন্য আপ্ততম ভগবানের ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি এই উপদেশ হইয়াছে। এই রজ্জু, সর্প নহে, এই আপ্তোপদেশ দ্বারা সর্প-ভ্রান্তি নিবৃত্তির ন্যায় ক্ষেত্রজ্ঞ-ভ্রান্তি এই বাক্যে নিবৃত্তি হয়। এরূপ পূর্ব্বপক্ষে উত্তর, এ কথা মন্দ। এমতে, ভগবানের উপদেশ সম্ভব নহে। জিজ্ঞাসা করি যে, এই উপদেষ্টা ভগবান তিনি তত্ত্বজ্ঞ কি অতত্ত্বজ্ঞ। যদি বল, তত্ত্বজ্ঞ, তাহা হইলে অদ্বিতীয়াত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অদ্বিতীয় জ্ঞান হেতু সেই ভগবানের উপদেশ্য রূপে ভেদ-দৃষ্টি, অর্থাৎ অর্জ্জুনাদি উপদেশ্য আমা হইতে ভিন্ন এ বোধ না থাকায় অর্জ্জুনাদির প্রতি উপদেশের অসম্ভব। যদি বল, অতত্ত্বজ্ঞ, তবে অজ্ঞত্ব হেতু উপদেষ্টা হইতে পারেন না। স এব মায়াপরি-মোহিতাত্মেতি শ্রুতি আশ্রয় করিয়া সর্ব্বেশ্বরের অবিদ্যা

আছে, এ কথা কহিতে পার না। তাহা হইলে যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ পরাস্য শক্তিরিত্যাদি শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়। অর্থাৎ যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও হ্লাদিনী সম্বিদাদি শক্তি যুক্ত তাঁহার মায়ামোহিতত্ব হইতে পারে না। যদি বল, বিজ্ঞাতাদ্বৈত ভগবানের উপদেশ্য রূপে যে ভেদ-দৃষ্টি, তাহা বাধিতাই আছে, কিন্তু উপদেশকালে ভেদ দৃষ্টির অনুবৃত্তি হয়, অতএব উপদেশের অসম্ভব নহে। তাহাতে দৃষ্টান্ত, মরুভূমিস্থ মরীচিকাতে জল-বুদ্ধি বাধিতা হইয়া অনুবৃত্তি হয়। এই দৃষ্টান্ত দূষিত হইতেছে। এই দৃষ্টান্ত বিষম হয়। মরীচিকাতে জল-বুদ্ধি বাধিতা হইয়া অনুবৃত্তি হইলেও সে ব্যক্তি মরীচিকাতে জলাহরণে কাহাকে প্রবর্ত্ত করায় না। তদ্রূপ অদ্বৈত জ্ঞান বাধিতা ভেদ-দৃষ্টি অনুবৃত্তি হইলেও ঐ দৃষ্টির মিথ্যার্থাবধারণ হেতু উপদেশাদিতে প্রবর্ত্ত করান নাই। এই স্থলে ঈশ্বরায়ত্ত বৃত্তি হেতুক ঈশ্বরের সহিত জীবের অভেদ উপচার হইয়াছে মাত্র। এবং জগজ্জন্মাদি কর্ত্তা পরমেশ্বরের গাঢ় সখ্য দ্বারা এই জীবের মুক্তি, সেই স্থানেই যৎ পরং ব্রহ্ম ইত্যাদি দ্বারা উক্ত আছে, গাঢ় সখ্য হইলেই তুমিই আমি আমিই তুমি এই বোধ হয়। যাহা কহিয়াছ, শুদ্ধ চৈতন্যে অবিদ্যা কল্পিত বিশ্ব, বিদ্যা দ্বারা নাশ্য, এই তব মত, তাহা এতদ্দ্বারা অর্থাৎ পরমাত্মার মায়ামোহ-কৃত জীবত্ব নিরাকরণ দ্বারা নিরস্ত হইয়াছে। যেহেতু কল্পক নিরূপণ হয় না। যদি বল, এই বিশ্বের ব্রহ্মই কল্পক, তাহা কহিতে পার না, তাহাতে বৈশিষ্ট্যাপত্তি দোষ হয় অর্থাৎ বিশ্ব ঈশ্বরের স্বীয় ধর্ম্ম প্রসঙ্গ হয়। জীবকে কল্পক কহিতে পার না, যেহেতু বিশ্ব-কল্পনার

পূর্ব্বে জীবত্ব থাকে না, অতএব জীব কল্পক হইলে আত্মাশ্রয়তা দোষ হয়। অবিদ্যা জড়তা হেতু কল্পনা করিতে পারে না, সর্ব্বত্রে চেতন কল্পক দেখা যাইতেছে, শুক্তিতে রজত কল্পনা চেতন পুরুষ ঘটিত হয়।. আরও কহিতেছেন যে, এই অবিদ্যাকে সত্যা কহিতে পার না, সত্যপদার্থের নিবৃত্তি নাই, এবং অবিদ্যার সত্যত্বে অদ্বয়বাদ-ভঙ্গ হয়। অসত্যাও কহিতে পার না, আমি অজ্ঞ এই প্রতীতি বিরোধ হয়। সত্যাসত্য হইতে বিলক্ষণ বলাতে ইষ্টসিদ্ধ হয় না, তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব। যদি বল, সদসদিত্যাদি শ্রুতি এই স্থলে প্রমাণ। সদসৎশব্দ-বাচ্য চিৎ ও অচিৎ শক্তির ব্যষ্টি, তাহা হইলেও অচিৎ ব্যষ্টির প্রলয়ে পৃথক্ অবস্থান নাই, তমঃ শব্দবাচ্য অচিৎ সমষ্টিতে অচিৎ ব্যষ্টি লীন হয়, তাহা সুবালোপনিষদে দৃষ্ট আছে। যথা, ভূতাদির্মহতি বিলীয়তে। মহান্ ব্যক্তে বিলীয়তে। ব্যক্তমক্ষরে বিলীয়তে। ক্ষরং তমসি বিলীয়তে। তম একী ভবতি পরস্মিন্ পরস্মান্নসদসদিতি॥ এই শ্রুত্যর্থদ্বারা বোধ হইতেছে, সৎ অসৎ শব্দ বাচ্য চিৎ অচিতের ব্যষ্টি সমষ্টি প্রলয় সময়ে থাকে না, তবে কি থাকেন। প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ এই শ্রুতির শব্দজন্য জ্ঞানদ্বারা উপলব্ধি হইতেছে, প্রকৃতি ব্রহ্ম জীব এতৎত্রয়ই প্রলয়ে থাকেন। যদি বল, তমঃ শব্দবাচ্য অচিৎ সমষ্টির সূক্ষ্মাংশ মায়াশব্দে কথিতহেতু অনির্বাচ্যত্ব হইতেছে, এ কথা নহে, মায়াশব্দে তবাভিলষিত সদসদ্বিলক্ষণার্থ কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। যদি বল, মায়াশব্দের ছদ্মবাচিত্বহেতু অনির্বাচ্যতা হয়, তাহা নহে, মায়া শব্দের নানার্থ

হয়, দম্ভ কৃপা জ্ঞান ইত্যাদি। তত্র প্রমাণং, মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ মায়া বয়ুনং জ্ঞানমিতি চ বেদ নিঘণ্টৌ॥ কোন মিথ্যা স্থলে মায়ার ছদ্মবাচিত্ব হইতে পারে, কিন্তু মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ এই যথার্থ স্থলে ছদ্মার্থ হইতে পারে না। বৈদিক মায়া শব্দের মিথ্যাত্ব হইলে বেদের অপ্রামাণ্য হেতুক নাস্তিকতা হয়। সেই হেতু স্বমতে মায়াশব্দে বিচিত্র স্বর্গকারিণী পারমেশ্বরী শক্তি এই কথিতা হয়। সেই মায়া সত্যা, তদ্বিষয়ে শ্রুতিঃ। অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ ইতি। অজামেকামিত্যাদি স্থলে মায়ার জন্ম নাই এই কথনে মায়ার সত্যতা হয়। যাহা কহিয়াছ এই অবিদ্যা ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি হয়, তাহা মন্দ। কীদৃশ জ্ঞান অবিদ্যা-নিবর্ত্তক? কেবল নির্ব্বিশেষ চৈতন্য-স্বরূপ জ্ঞান, তাহা কহিতে পার না; নির্ব্বিশেষ চৈতন্যের নিত্যত্ব হেতু অবিদ্যা নিবৃত্তির নিত্যপ্রসঙ্গ তাঁহাতে হয়। তাহা হইলে অবিদ্যামূলক সংসারের অনুপলব্ধি হেতুক শাস্ত্রারম্ভ ব্যর্থ হয়। সংসারের অনুভব নাই, তাহা বলা যায় না; আমি জীব, আমি অজ্ঞ, আমি দৈবাধীন এই অনুভব সর্ব্ব সাধারণ আছে। যদি বল, অজ্ঞান নিবর্ত্তক জ্ঞান, ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণের বৃত্তি জন্য হন। তাহা বলিতে পার না; ঐ অজ্ঞান নাশক বৃত্তি জন্য জ্ঞানের সত্যত্ব হইলে দ্বৈতাপত্তি হয়, সেই জ্ঞানের মিথ্যাত্ব হইলে অজ্ঞান নিবর্ত্তকতা হইতে পারে না। ভুজঙ্গম-ভ্রমের, সত্যরজ্জু-জ্ঞান নিবর্ত্তক হইয়াছেন, ঐ সত্যরজ্জু-জ্ঞানের মিথ্যাত্ব হইলে ভুজঙ্গম-ভ্রম নিবৃত্তি না হইয়া সেই রজ্জুতে সর্ব্বদাই ভুজঙ্গম বিদ্যমান হয়। যদি বল, যদ্রূপ কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া কাষ্ঠ-রহিত

বহ্নি স্বয়ং বিনাশ হন, তদ্রূপ অজ্ঞান-নাশক জ্ঞান প্রপঞ্চ-ভ্রম নিবৃত্তি করিয়া স্বয়ং নিবৃত্তি হন, তাহা বলিতে পার না; কাষ্ঠ-রহিত বহ্নির মহা তেজ মধ্যে বিদ্যমানতা থাকায় কাষ্ঠ ভস্ম সহিত দৃশ্যমানতা আছে, অতএব বিষম দৃষ্টান্ত। যাহা কহিয়াছ, স্বাপ্নিক অসত্য স্ত্রীসঙ্গাদি সত্য সুখের জনক, তদ্রূপ অসত্য শাস্ত্রাদি দ্বারা সত্য মোক্ষ সিদ্ধি হয়। তাহাও মিথ্যা ভূতার্থের সত্য কার্য্যজনকত্বের নিরস্তেই নিরস্ত হইয়াছে। স্বাপ্নিক স্ত্রীসঙ্গ সময়ে জাগৎ স্ত্রীসঙ্গানুভব রূপ সত্য জ্ঞানের সত্য-সুখ-জনকতা আছে। যদি মিথ্যা ভূতার্থের সত্যার্থ জনকতা হয়, তাহা হইলে মিথ্যাভূত মরীচিকা জলে হরিণ-তৃষ্ণা নাশ হইতে পারে। যাহা কহিয়াছ, সত্যং জ্ঞান-মনন্তমিত্যাদি বাক্যে প্রবৃত্তি নিমিত্ত লক্ষণা ব্যতিরেকে শব্দ শক্তির অচিন্ত্যত্ব হেতু তন্ন তন্ন এই ব্যাবৃত্তি দ্বারা শুদ্ধ চিদ্ব্রহ্ম প্রতীতি হয়, এ মত অতি মন্দ। যেহেতু নাগরাজ ভাষ্যকারাদির অস্বীকার্য্য হইয়াছে। সেই ভাষ্যকার জাতি ও গুণ ও ক্রিয়া ও সংজ্ঞা এই চতুর্থ প্রকার শব্দের প্রবৃত্তি নিমিত্ত মানিয়া থাকেন, এবং তোমার আচার্য্যও স্বীকার করেন, ও জাতিতে শক্তি মীংমাসক ও নৈয়ায়িক মানিয়া থাকেন, অতএব সকল-সম্মত পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া তোমার মতে শব্দ-শক্তির অচিন্ত্যত্ব এই নূতন পদ্ধতি, এ অতি আশ্চর্য্য। প্রমাণাধীন প্রমেয় সিদ্ধি হয়। নির্গুণ ব্রহ্মে প্রমাণের অপ্রবৃত্তি হেতু নির্গুণ ব্রহ্ম প্রমাণ করণে শক্য নহে। তথাহি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্ম প্রতিপন্ন হন নাই, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা নিকটস্থ রূপাদি বিশিষ্ট বস্তুর গ্রহণকে

প্রত্যক্ষ কহে। এই প্রত্যক্ষ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে রূপাদি রহিত হেতু প্রমাণ হয় না। অনুমান হইতে পারে না, ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান স্থলে বহ্নি ব্যাপ্য ধূম এই চিহ্ন আছে, ব্রহ্মানুমানে ব্রহ্ম অবিশেষ হেতু ব্রহ্মব্যাপ্য চিহ্ন কিছুমাত্র নাই। উপমান প্রমাণ হয় না, গোসদৃশ গবয় এস্থলে সাদৃশ্য থাকায় উপমান হয়। ব্রহ্ম ভিন্ন অপর বস্তুর অভাব হেতু, অন্য সাদৃশ্য জ্ঞান ব্রহ্ম বিষয়ে অসম্ভব। শব্দ প্রমাণ নহে, যেহেতু জাতি, ক্রিয়া, গুণ, সংজ্ঞা এই চারিটি শব্দের প্রবৃত্ত নিমিত্ত জাত্যাদি-রহিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে অভাব আছে। সর্ব্ব শব্দের অবাচ্যে লক্ষণা হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অর্থাপত্তি প্রমাণ হইতে পারে না, দিবা-ভোজন রহিত স্থূল কোন ব্যক্তিকে দেখিয়া রাত্রি ভোজন ব্যতিরেকে স্থূল হইতে পারে না, অত্র স্থলে রাত্রি ভোজনে অর্থাপত্তি প্রমাণ হয়। ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কোন্ অর্থের অনুপপত্তি ব্রহ্মে প্রমাণ হইবে? ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু অভাব হেতু ব্রহ্মে অর্থাপত্তি প্রমাণ নহে। অনুপলব্ধি প্রমাণ নহে, এস্থলে ঘট নাই এই বাক্যে ঘটের উপলব্ধির অভাব, তিনিই ঘটাভাবে প্রমাণ হন, ব্রহ্মের ভাব রূপত্ব হেতু সেই ব্রহ্মে অভাব অর্থাৎ অনুপলব্ধি প্রমাণ নহে। ব্রহ্মের রূপ রহিত নির্ব্বিশেষত্ব প্রমাণ করিতে অথাত আদেশো নেতি নেতি এই বাক্য উদাহরণ করিয়াছ, তাহা প্রমাদে করিয়াছ, অথাত এই বাক্যে রূপগত সংখ্যার প্রতিষেধ হইয়াছে, রূপ মাত্রের প্রতিষেধ নহে, যেহেতু বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যস্য পৃথিবী শরীরমিত্যাদি দ্বারা ব্রহ্মের প্রকৃত রূপ প্রতিপন্ন করিয়া ঐ প্রকৃত রূপের সংখ্যা

প্রতিষেধ করিয়াছেন, প্রকৃত রূপের নিষেধ নহে। অতএব অথাতো আদেশো নেতি নেতি শ্রুতির এই ব্যাখ্যা যে, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তাদি রূপ নিরূপণানন্তর পরিমিত রূপ ব্রহ্ম নহেন। এজন্য নেতি নেতি আদেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ মূর্ত্তাদি লক্ষণ পরিমিত রূপ তাঁহার নহে এবং সত্য ইত্যাদি নাম পরিমিত নহে, অন্য রূপ অন্য নাম অপরিমিত আছে, এই উপদেশ করা হইয়াছে। এবং পূর্ব্বোক্ত আত্মা চৈবমুপাসীত এই বাক্যে উপাসকের স্বরূপ ব্রহ্ম, উপাসক হইতে অন্য নহে, এরূপ অর্থ নহে। সেই আত্ম-শব্দের ব্যাপকার্থ ও প্রকাশার্থ দ্বারা বিভু চিৎসুখবস্তুপরত্ব জানিবে। দ্বা সুপর্ণেত্যাদি ভেদ-শ্রুতি হেতুক উপাসকের স্বরূপ ব্রহ্ম হন না, এই উক্ত আছে। এবং পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছ, সেই ভেদের নিষ্ফলতা হেতু এবং লোকে বিদিতত্ব হেতু তদ্ভেদ বিষয়ে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য নাই, তাহা নহে। এই ভেদ নিষ্ফল ও লোক-জ্ঞাত নহে, যেহেতু পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বেত্যাদি শ্রুতিতে ভেদে ফল শ্রবণ আছে। অর্থাৎ আত্মাকে প্রেরিতারূপে পৃথক্ জ্ঞাত হইলে জীবের মোক্ষ-লক্ষণ ফল হয়। এবং ঈশ্বর বিভু, জীব অণু, এই যে বিভুত্ব অণুত্ব বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, এতদ্দ্বারা ভেদের শাস্ত্র-গোচরতা আছে। ষড়্লিঙ্গের দ্বারা বেদের তাৎপর্য্য ভেদে দেখা যাইতেছে। তথাহি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি। অজো-হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে। অর্থঃ, এক জন্ম-রহিত জীব মায়া যুক্ত হইয়া অনুশয়ন করেন, ইত্যাদি উপক্রম। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশং মহিমানমেতি বীতশোক ইত্যুপসংহারঃ। অর্থঃ, জীব যৎকালীন আপনা হইতে ঈশ্বরকে অন্য অর্থাৎ মায়া

রহিত দর্শন করেন, তৎকালীন শোক রহিত হইয়া ঈশ্বরের মহিমা প্রাপ্ত হন, এই উপসংহার। আরম্ভে ও সমাপ্তিতে ভেদোক্তি রহিয়াছে। দ্বা সুপর্ণা তয়োরন্যোঽনশ্নন্নন্য ইত্যভ্যাসঃ॥ অর্থঃ, পরমাত্মা ও জীব স্বরূপ নিরূপণে উক্ত আছে, পরমাত্মা হইতে অন্য জীব কর্ম্ম ফল ভোগ করেন, জীব হইতে অন্য পরমাত্মা ভোগ শূন্য হইয়া প্রকাশিত হন, এস্থলে অভ্যাস অর্থাৎ অবিশেষে পুনঃপুনর্ব্বার অন্য শব্দের উক্তি থাকায় ভেদ স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। এতাদৃশ পরমাত্মা জীবাত্মা ভেদের শাস্ত্র ভিন্ন প্রতীতি না হওয়ায় অপূর্ব্বতা অর্থাৎ সেই ভেদ বেদান্ত মাত্র গম্য। শ্রুতিতে শোক-রহিত কহাতে ফল অর্থাৎ পুরুষার্থ বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের মহিমা প্রাপ্ত হয়, এতদ্দ্বারা অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসা করা হইয়াছে। অন্য যে পরমাত্মা, তিনি কর্ম্মফল ভোগ করেন না, এই উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তি প্রদর্শন হইয়াছে। এই ষড়্বিধ লিঙ্গ দ্বারা ভেদ প্রতিপন্ন স্পষ্টই জানা যাইতেছে। আর যাহা কহিয়াছ, প্রপঞ্চের অধ্যাস হেতু মিথ্যাত্ব হয়, তাহাতে বেদের অপ্রামাণ্যাপত্তি হয়। যেহেতু যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি শ্রুতিতে যে ব্রহ্ম হইতে এই জগতের জন্মাদি হয়, অতএব প্রপঞ্চ-ঘটিত ব্রহ্মলক্ষণ হওয়াতে প্রপঞ্চের সত্যত্ব বোধ হইতেছে, নতুবা সত্য ব্রহ্ম লক্ষণে মিথ্যা প্রপঞ্চের নিবেশ হইতে পারে না, প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব হইলে প্রপঞ্চ-ঘটিত এই ব্রহ্ম লক্ষণে দোষ হয় এবং অগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্মপর বেদবাক্য সমূহ প্রপঞ্চ বিষয়ক হইয়াছে, প্রপঞ্চের অভাবে অর্থাৎ মিথ্যাত্ব হইলে কূর্ম্মলোমপটচ্ছন্নঃ শশশৃঙ্গধনুর্দ্ধরঃ। এষ

বন্ধ্যাসুতো ভাতি খপুষ্পকৃতশেখরঃ॥ অস্যার্থ কচ্ছপের লোমের বস্ত্রাচ্ছন্ন, শশশৃঙ্গধনুর্ধারী, এই বন্ধ্যাপুত্র আকাশ-পুষ্প-ভূষিত-মস্তক প্রকাশ পাইতেছেন। এই বাক্যের ন্যায় যতো বা ইত্যাদি বেদবাক্যের অপ্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে তোমার নাস্তিকতা হয়। জ্যোতিংষী বিষ্ণুরিত্যাদি স্থলে জ্ঞানমাত্র পরব্রহ্মে ব্যবহারের অধ্যাস হেতু সেই ব্যবহারের এবং তদ্ভেদের মিথ্যাত্ব এই যাহা কহিয়াছ, তাহা অসৎ। জ্যোতিংষী বিষ্ণুর্ভুবনানি বিষ্ণুঃ, এই স্থলে বিষ্ণুর অধীন বৃত্তি হেতুক চিৎ ও জড়বস্তুকে বিষ্ণুরূপ কহিয়াছেন, পরে জ্ঞান স্বরূপ বলাতে ঐ চিৎ ও জড়বস্তু হইতে ভগবানের বৈলক্ষণ্য বলা হইয়াছে। অশেষমূর্ত্তিঃ, এই শব্দ দ্বারা পরিণামি-প্রপঞ্চাকারা মূর্ত্তি নহে, কিন্তু বস্তুভূত পরিণাম-রহিত চিদ্রূপ এই প্রতিপন্ন হইয়াছে। ততো হি শৈলাব্ধিধরাদিভেদান্ জানীহি বিজ্ঞানবিজৃম্ভিতানি। এই শ্লোকার্থ দ্বারা পরমেশ্বর নিমিত্তক প্রপঞ্চ উদ্ভব হয়, এবং জীবের ভোগ নিমিত্ত প্রপঞ্চ বিরচিত। তত্র প্রমাণং, বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানা-মসৃজৎ প্রভুঃ। মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেঽকল্পনায় চ॥ অস্যার্থঃ, জন সকলের বিষয়-ভোগ ও জন্ম প্রভৃতি কর্ম্ম করণার্থ ও পরলোক-ভোগ ও মোক্ষ নিমিত্ত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় ও মন ও প্রাণ, প্রভু পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। জ্ঞানরূপ এই জীবের অনাদিভগবদ্বৈমুখ্যকৃত কর্ম্মদ্বারা সংসার হয়। ভগ-বৎসাংমুখ্য হইলে সেই সংসার লীন হয়, এবং স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা বিষ্ণুপুরাণের তোমার উদাহৃত এই শ্লোকের দ্বারা উক্ত হইয়াছে ; যথা, যদা তু শুদ্ধং নিজরূপিসর্ব্বকর্ম্মক্ষয়ে

জ্ঞানমপাস্তদোষং। তদাহি সংকল্পতরোঃ ফলানি ভবন্তি নো বস্তুষু বস্তুভেদাঃ॥ অস্যার্থঃ, যৎকালীন সদ্‌গুরুর অনুগ্রহ-লব্ধ জ্ঞান পূর্ব্বক উপাসনা দ্বারা আপনাতে দেবাদি বিবিধ দেহ-প্রাপ্তি হেতু সকল কর্ম্ম ক্ষয় হইলে জীব শুদ্ধ অর্থাৎ পরি-শোধিত নিজরূপি হন, তৎকালীন দেবাদিদেহাভিমানী এই আত্মার কর্ম্মফলভূত দেবাদিদেহ-ভোগ্য শৈলধরাদি বস্তু-ভেদ থাকে না, যেহেতু ভোগ হেতু কর্ম্ম নাশ হয়। বিষ্ণুপুরাণে যে অচিদংশের নাস্তিশব্দবাচ্যত্ব কহিয়াছেন, তাহা প্রতিক্ষণ পরিণামিরূপে বিনষ্টপ্রায় হেতু উক্ত হইয়াছে। এইরূপ বিষ্ণুপুরাণে যে সকল শঙ্কা ছিল, তাহা দূর করিয়া অবশিষ্ট কতকগুলিন শঙ্কা নিরাকৃত করিতেছেন। পুনর্ব্বার যাহা কহিয়াছ, অথ যোঽন্যামিত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ভেদ-গ্রাহীর নিন্দা ও ভয় কথন হেতু অভেদে শাস্ত্র তৎপর্য্য, অর্থাৎ বামদেব ঋষি কহিয়াছিলেন, আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম, এতদ্দ্বারা অভেদেই শাস্ত্র তাৎপর্য্য বোধ হই-তেছে। এই বাদীর পূর্ব্বপক্ষে উত্তর, যথা তদ্বৈ তৎ পশ্য-ন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুরভবংসূর্য্যশ্চ, এই স্থলে এই অর্থ করিতে হইবেক, বামদেবঋষি আমি মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম, এই যাহা কহিয়াছেন, তাহাতে অভেদ নহে, নিজবৃত্তি হেতু ব্রহ্ম নির্দ্দেশ করিয়া সেই ব্রহ্মের সহিত একার্থদ্বারা মন্বাদিকে বামদেব ব্যপদেশ করিয়াছেন, যেহেতু ব্রহ্মাধীন বৃত্তি সকলের হয়। ব্রহ্মব্যাপ্যের ব্রহ্মরূপতা বিষয়ে প্রমাণ। যোঽয়ং তবাগতো দেব সমীপং দেবতাগণঃ। স ত্বমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্ব্বগতো ভবান্॥ অস্যার্থঃ, হে দেব,

তব সমীপে আগত এই সকল দেবতাগণ, জগৎ-স্রষ্টা তুমিই হও, যেহেতু আপনি সর্ব্বগত হইয়াছেন। এবং লোকেও স্থানের ঐক্যতাতে ও মতির ঐক্যতাতে ঐক্য কহিয়া থাকে। যথা সায়ংকালে গোসকল একতা প্রাপ্ত হয়। ও পরস্পর বিবাদ পরিত্যাগ করতঃ রাজা সকল মতির একতা হেতু একতা প্রাপ্ত হয়। যোঽন্যাং দেবতামুপাসতে অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্য জ্ঞানে দেবতাকে উপাসনা করে, এস্থলে কর্ম্মজড় সকাম ভক্তের নিন্দা, নতুবা আপনা হইতে আধিক্য জ্ঞানে স্বামি-পরমেশ্বরের ভেদজ্ঞাত নিষ্কাম ভক্তের নিন্দা নহে, এতদ্দ্বারা ত্বং বা অহমস্মি অর্থাৎ তুমি যে সেই আমি, ইহার ব্যাখ্যাতে ব্রহ্মাধীন বৃত্তি হেতু জীবকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, যদ্রূপ প্রাণ-সংবাদে প্রাণাধীন বৃত্তিহেতু ইন্দ্রিয় সকলকে প্রাণ বলা যায়। উপাসকের কার্য্য নিমিত্ত ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা, এই স্থলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নহে, যেহেতু রামতাপনীর পরস্থানে আত্মমূর্ত্তি, ব্রহ্মানন্দ-বিগ্রহ, উক্ত থাকাতে সবিশেষ হইয়াছেন। নতুবা রামতাপ-নীর পূর্ব্বাপর বিরোধ হয়। পূজাদি নিমিত্ত অস্মাদাদি-নির্ম্মিত রূপকে কল্পিত রূপ কহে, অতএব প্রাকৃত রূপ কল্পিত হয়। নিত্যসিদ্ধচিদানন্দ অপ্রাকৃত রূপ কল্পিত নহে। মোক্ষকালেও পরমেশ্বর হইতে জীবের ভেদ-প্রতিপাদক শ্রুতি পূর্ব্বে উক্ত আছে, তাহা শ্রবণ করিয়াও চিন্মাত্রৈক-বাদী বধিরতা অবলম্বন করত প্রত্যুত্থান করিতেছেন। যথা, জীবেশ্বরের অবিদ্যাকৃত ভেদ, কিন্তু সত্যভেদ নহে, যেহেতু মোক্ষকালিক ভেদবোধক বেদবাক্য নাই। উত্তর, একথা

কহিতে পার না, মোক্ষে ভেদবিষয়ক বেদবাক্য আছে, যথা, কর্ম্মক্ষয়ে যাতি সততোঽন্যঃ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামানিত্যাদি॥ অস্যার্থঃ, কর্ম্মক্ষয় হইলে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, কীদৃশ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তি? সেই ব্রহ্ম হইতে অন্য এই ভাবে প্রাপ্তি, অতএব মোক্ষ সময়ে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নভাব স্পষ্টই বোধ হইতেছে। সেই হেতু জীবেশ্বরের সত্য ভেদ সিদ্ধ হইল। অতএব প্রাচীনপ্রমাণং, যথেশ্বরস্য জীবস্য সত্যো ভেদো বিনিশ্চয়াৎ। এবমেবহি মে বাচং সত্যাং কর্ত্তুমিহার্হসি॥ অস্যার্থঃ, কোন ব্যক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন, যেরূপ ঈশ্বর ও জীবের ভেদ সত্য হইয়াছে, সেইরূপ আমার বাক্যকে সত্য করিতে এই স্থানে যোগ্য হও।

ইতি ভাষ্যসারসিদ্ধান্তরত্নে শ্রীউপেন্দ্রমোহনগোস্বামি-ন্যায়রত্ন-কৃত-বঙ্গভাষানুবাদে প্রকারান্তরেণ কেবলাদ্বৈত-নিরাসঃ পঞ্চমঃ পাদঃ।

অথ ষষ্ঠপাদারম্ভঃ।

"চিচ্ছক্তিঃ পরমেশ্বরস্য বিমলা চৈতন্যমেবোচ্যতে
সা সত্যৈব পরা জড়া ভগবতঃ শক্তিস্ত্ববিদ্যোচ্যতে।
সংসর্গাচ্চ মিথস্তয়োর্ভগবতঃ শক্ত্যোর্জগজ্জায়তে
সচ্ছক্ত্যা সবিকারয়া ভগবতশ্চিচ্ছক্তিরুদ্রিচ্যতে॥"

ওঁ গোবিন্দায় নমঃ। পূর্ব্বপাদে মায়ীদিগের সিদ্ধান্ত নিরস্ত করা হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদিগের কতিপয় কুটিল যুক্তি ছেদন করিবার জন্য এই কুন্দপাদ আরম্ভ হইতেছে। যেরূপ কুঁদে ছেদন দ্বারা বক্র বস্তু সরল হয়, তদ্রূপ কুটিলযুক্তিচ্ছেদকারী হওয়াতে ইহার নাম কুন্দ পাদ। অদ্বয়বাদীরা এই কহিয়া থাকেন; যথা, বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং। এবং, একমেবাদ্বিতীয়ং সত্যং জ্ঞানমনন্তমিত্যাদিষু চ। এতদুভয় স্থলে শক্তি বিশেষের অপ্রতীতি হেতু স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ও স্বগত এই ভেদত্রয় রহিত এক যে জ্ঞান তিনিই পরমতত্ত্ব তাহা অদ্বয় পদদ্বারা লাভ হইয়াছে। সেই জ্ঞানের একাদিপদ-লব্ধ স্বজাতীয়াদি ভেদত্রয়ের অভাব হেতু অনন্তত্ব ও সত্যত্ব উপপন্ন হয়, যদি সেই জ্ঞান ভাববাচ্যে সাধন হয়। অন্যথা কর্ত্রাদিষট্কারক বাচ্যে জ্ঞানের সাধন হইলে জ্ঞেয় ও জ্ঞান ও তৎসাধনদ্বারা

প্রবিভক্ত হইয়া জ্ঞানের অনন্তত্ব না হইয়া সান্তত্ব অর্থাৎ সখণ্ডত্ব হয়। এবং কর্ত্তৃবাচ্যে জ্ঞানের সাধনে কর্ত্তৃতারূপে বিক্রীয়মাণ হইয়া ও করণবাচ্যে জ্ঞানকে সাধন করিলে দাত্রাদির ন্যায় জড়তা হইয়া সেই জ্ঞানের অসত্যত্ব ও জন্যত্ব হয়। সেই হেতু সম্বিৎ ও অনুভূতি ও জ্ঞপ্তি এই সকল শব্দবাচ্য জ্ঞান নামে এক তত্ত্ব নির্ব্বিশেষ হয়, তাহাকে শক্তি-বিশিষ্ট বলিতে যুক্ত নহে। জ্ঞান ভিন্ন সকল বস্তু মিথ্যা ভূত জানিবে; তাহাতে প্রমাণ, নেহ নানাস্তি কিঞ্চ-নেত্যাদি শ্রুতিঃ। যদি বল, জ্ঞান নামে তত্ত্ব স্বরূপ ভূত শক্তি যুক্ত, তাহাতে জিজ্ঞাসা করি যে, সেই স্বরূপ শক্তি জ্ঞান হইতে অতিরিক্তা কি অনতিরিক্তা। এ উভয় পক্ষ সম্ভব নহে, জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত এই পক্ষে স্বরূপত্ব হয় না, জ্ঞান হইতে অনতিরিক্ত এই পক্ষে শক্তিত্ব হয় না। এইরূপ কুটিল যুক্তিতে উত্তর প্রদান হইতেছে। তোমার বাক্য পটুতর নহে। ভাবসাধনেও ঐ জ্ঞানরূপ তত্ত্বের জগদাদি কার্য্য দর্শন দ্বারা অর্থাৎ শক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন মতে জগৎ কার্য্য হইতে পারে না, এজন্য শক্তি অবশ্যই স্বীকার্য্যা হইয়াছে, অতএব তোমাদিগের গলে ব্রহ্ম-শক্তি পতিতা হইল। যদি বল, কল্পিতশক্তি স্বীকার করি, কিন্তু কল্পিতত্ব হেতু সেই শক্তির মিথ্যাত্ব হয়। এরূপ ভ্রম করিবে না; যেহেতু পরাস্য শক্তি এই শ্রুতিতে শক্তি স্বাভাবিকী কহিয়াছেন। ব্রহ্মেতে শক্তি কল্পিতা হইলে কল্পক স্বীকার করিতে হয়। ব্রহ্ম নিজ শক্তির নিজে কল্পক হইলে বৈশিষ্ট্যাপত্তি দোষ হয়, অর্থাৎ সেই ব্রহ্মে

কল্পনা করিবার শক্তি না থাকিলে কল্পক হইতে পারেন নাই, তাহা হইলেই ব্রহ্ম শক্তিবিশিষ্ট হইয়া উঠেন। মায়া ও জীব ব্রহ্মেতে শক্তিকল্পক হইলে আত্মাশ্রয়তা দোষ হয়। অতএব কল্পকের নিরূপণ হয় নাই। তোমার উক্ত যুক্তিতে অর্থাৎ কর্তৃ ও করণ সাধনে জ্ঞানের সখণ্ডত্ব হয় না, যেহেতু যচ্চ কিঞ্চিৎ সর্ব্বমিত্যাদি শ্রুতিতে অর্থাৎ যে কিঞ্চিৎ জগৎ সকল ব্রহ্মময় এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের বহিরন্ত-র্ব্যাপিত্ব শ্রবণ আছে ; যদ্রূপ তিলের সর্ব্বত্র ব্যাপি তৈল ও দধির সর্ব্বত্র ব্যাপি ঘৃত তদ্রূপ। সেই শক্তি সকল বিষয়ে, ও উপাদান ও নিমিত্ত কারণে স্বরূপভূতা জানিবে। তাহা না হইলে কোন বিশেষ কার্য্যের উৎপত্তি বিষয়ে তৎকারণত্ব রূপে বস্তু বিশেষ স্বীকারের আনর্থক্য হয়। বিবর্ত্তবাদেও রজতাদি-স্ফূর্ত্তি বিষয়ে অন্য কোন বস্তু রজ-তাদির অধিষ্ঠান না হইয়া শুক্ত্যাদিই কি জন্য অধিষ্ঠান হন, অতএব রজতাদি জ্ঞান করাইতে শুক্ত্যাদির শক্তি আছে। অত্র স্থলে ব্রহ্মের জগদধিষ্ঠানত্ব আছে, অন্যের নাই ; এত-দ্দ্বারা স্বরূপশক্তিত্ব বিদিত আছে। জিজ্ঞাসা করি, জগদ্রূপ বিবর্ত্ত বাদে ব্রহ্মের কিঞ্চিৎকরত্ব আছে, কি নাই ? যদি বল, নাই, তবে অজ্ঞান দ্বারা বিবর্ত্ত হউক, অজ্ঞানাতিরিক্ত ব্রহ্ম-স্বীকার প্রয়োজনাভাব। যদি বল, কিঞ্চিৎকরত্ব ব্রহ্মের আছে, তাহা হইলে ঐ যে কিঞ্চিৎকরত্ব, তাহাই অজ্ঞানাশ্রয় শুদ্ধ ব্রহ্মের শক্তি। কেহ বলেন, ব্রহ্ম সন্নিধানে সেই সেই কার্য্য হয়, এতদঙ্গীকারেও শক্তিই পর্য্যবসানা হন। অন্য সন্নিধানে কার্য্য না হইয়া ব্রহ্ম সন্নিধানে কার্য্য হওয়ায় ব্রহ্মেতেই সেই

শক্তি আছে, বলিতে হইবেক। প্রবৃত্তেশ্চেতি বেদান্তসূত্রে অদ্বৈত শারীরক-কর্ত্তা শঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তদর্থো যথা, বিশ্ব-রচনা সিদ্ধি জন্য যে প্রবৃত্তি, অর্থাৎ প্রকৃতির সাম্যাবস্থা-প্রচ্যুতি হইয়া সত্ব রজ তম এই সকল গুণের অঙ্গাঙ্গিভাবাপত্তি, তাহা অচেতন অস্বতন্ত্র প্রধানের উপপন্ন নহে, তাহাতে দৃষ্টান্ত, অচেতন মৃত্তিকাদি ও রথাদি, চেতন কুম্ভকার ও অশ্বাদি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত না হইলে কার্য্যাভিমুখ-প্রবৃত্তি হয় না। এই দৃষ্ট দ্বারা অদৃষ্ট-সিদ্ধি হয়। অতএব প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হেতু অচেতন, প্রধান জগৎ কারণ অনুমেয় নহে। সেই প্রবৃত্তি চেতন ঈশ্বর ভিন্ন হয় না। অতএব ঈশ্বরের প্রবর্ত্তকত্ব রূপ শক্তি সিদ্ধ হইল, এবং তুমি যাহা কহিয়াছ, কর্ত্তৃবাচ্যে ও করণবাচ্যে জ্ঞানকে সাধন করিলে বিকারাপত্তি হইয়া জ্ঞানের জড়ত্ব ও মিথ্যাত্ব হয়, তাহা নহে; যেহেতু বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্ব শ্রুতিসিদ্ধ আছে। তথা চ শ্রুতিঃ, স বিশ্বকৃৎ বিশ্বকৃদাত্মযোনির্নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনমিত্যাদ্যা শ্রুতিঃ॥ অস্যার্থঃ, সেই বিশ্বকর্ত্তা নিষ্কল ও ক্রিয়া-রহিত ও শান্ত ও নির্ব্বিকার হন।

এস্থলে পুনর্ব্বার শঙ্কা করিতেছেন। শক্তিবাদী তোমারা জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মে যে জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার কর, ঐ জ্ঞাতৃত্ব, জড়রূপ হয়, অহং জানামি অর্থাৎ আমি জানি, এইরূপ প্রতীতি জড় অহঙ্কারের সহিত অভেদে হয়। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের জন্ম, অতএব জড়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অহঙ্কারের জড়তা বিষয়ে অপর যুক্তিও কহিতেছি। সুষুপ্তিকালে অহঙ্কার ব্যতিরেকে আত্মার অনুভব হয়, এবং আমি

স্থূল ইত্যাদি-বোধ দেহের সহিত অভেদে হয়। সেই হেতু অহঙ্কারের ন্যায় ও দেহের ন্যায়, বিজ্ঞাতৃত্ব, শুদ্ধ আত্মাতে অধ্যাস হইয়াছে। এই আশঙ্কাতে উত্তর, আমরা যে জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করি, ঐ জ্ঞাতৃত্ব, জ্ঞানগুণাশ্রয় হন। মনঃসংযোগ দ্বারা আত্মা জ্ঞানকে উৎপন্ন করেন, সেই জ্ঞান-ক্রিয়া-কর্ত্তৃত্ব দ্বারা যে জ্ঞাতৃত্ব, তাহা অস্মন্মতে স্বীকার্য্য নহে। যদি বল, জন্য জ্ঞান কিহেতু স্বীকার কর না? উত্তর, নিত্য পরমাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্মত্ব হেতু জ্ঞান নিত্য হন্। তদ্বিষয়ে পরাস্য শক্তিরিত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ আছে। যদ্রূপ প্রকাশ রূপ সূর্য্যের প্রকাশকত্ব, তদ্রূপ জ্ঞানরূপের জ্ঞানাশ্রয়ত্ব অবিরুদ্ধ জানিবে; অতএব ভাববাচ্যে জ্ঞানকে সাধন করিলেও বিরোধ নাই। সেই হেতু জ্ঞানাদি-শক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্ম, অনুভূতি ও সম্বিৎপর্য্যায় জ্ঞান-মাত্র নহে। কেবলাদ্বৈতি-মতে অনুভূতি স্বরূপ ব্রহ্মের ধর্ম্ম অপরিহরণীয় হয়, যেহেতু স্বীয় আশ্রয় অনুভব কর্ত্তার প্রতি অনুভূতির নিজ সত্তা দ্বারা ঘটাদি প্রকাশকত্ব রূপ ধর্ম্ম আছে। অনুভূতির স্বসত্তা দ্বারা স্বাশ্রয় প্রতি প্রকাশ-মানতা এবং নিজ-বিষয়ক প্রকাশ-ভাব থাকায় অনুভূতিতে শক্তি আগতা হইল। অনুভূতির বিষয়-প্রকাশকত্ব-শক্তির অস্বীকার করিলে স্বপ্রকাশত্বের অসিদ্ধি হয়। যদি বল, বোধ স্বরূপানুভূতির কোন বোধ্য ধর্ম্ম নাই, এ কথা কহিতে পার না; যেহেতু কেবলাদ্বৈতবাদিন্, তুমিই স্বয়ং প্রমাণ-সিদ্ধ অর্থাৎ নিত্যো নিত্যানাং সত্যং জ্ঞানমনন্তমিত্যাদি প্রমাণ উক্ত করিয়া সাধিত নিত্যত্ব ও স্বয়ং প্রকাশত্বাদি ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছ। অতএব, অনুভূতি ধর্ম্মহীনা নহেন।

কেবলাদ্বৈতবাদিন্, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে অনুভূতিকে নির্ধর্ম্মিকা কহ, সেই অনুভূতি সিদ্ধ লাভ করেন কি না? প্রথম, সিদ্ধ লাভ পক্ষে সিদ্ধসত্তা রূপ ধর্ম্ম লাভ হেতু শক্তি অনিবার্য্যা হইয়াছে। সিদ্ধ লাভ করেন না, এই দ্বিতীয় পক্ষে অনুভূতির স্বরূপাভাব হেতু গগণকুসুম তুল্য তুচ্ছতা হয়। অদ্বৈতবাদিন্, যদি বল, নিত্যো নিত্যানাং সত্যং জ্ঞানমনন্তমিত্যাদি বাক্য সকলের অনিত্যত্ব ও জড়ত্বাদির অভাবেই তাৎপর্য্য; তাহাতেও তবাভীষ্ট সিদ্ধি হয় না, যেহেতু অনিত্যত্ব জড়ত্বাদির অভাবরূপত্ব ধর্ম্ম চৈতন্যে প্রসক্তি হইয়া তব ইষ্ট ব্যাঘাত হয়। অদ্বৈতবাদিন্, তুমি যাহা কহিয়াছ, স্থূলোঽহং অর্থাৎ আমি স্থূল, এইস্থলে দেহের সহিত অহঙ্কারের প্রতীতি হেতু দেহের ন্যায় ঐ অহমর্থ অনাত্ম হন, তাহা নহে, সেই অহম্ভাবের শুদ্ধাত্মত্ব আছে। অর্থাৎ আপনার প্রতি আপনার সত্ত্বা দ্বারা সিদ্ধ হইয়া অহমর্থ জড়রহিত আত্মা হন। এই অহমর্থ, যুষ্মৎ-প্রত্যয় যোগ্য জড় নহে, যেহেতু অস্মৎ-প্রত্যয়-বিষয়ত্ব আছে, এবং নিজ নিমিত্ত প্রকাশমানত্ব আছে। যিনি স্বীয় নিমিত্ত প্রকাশ হন, তিনি অহং এইভাবে প্রকাশ হন, যিনি অহং এইভাবে প্রকাশ না হন, তিনি স্বীয় নিমিত্ত প্রকাশ হন না, অর্থাৎ তাঁহাকে স্বপ্রকাশ কহা যায় না, যেরূপ ঘটাদি স্বপ্রকাশ নহে তদ্রূপ। অতএব অজড় যে অহম্ভাব, তিনি আত্মস্বরূপ, অনাত্ম নহেন, এতদ্দ্বারা নিজের প্রতি নিজসত্ত্বা দ্বারা সিদ্ধ হইয়া অহমর্থ অজড় হয়, অতএব কোন দোষ থাকিল না। যুষ্মৎ-প্রত্যয় বিষয় দেহাদিতে যে অহম্ভাব, তাহার জড়ত্ব ও অনাত্মত্ব হইয়া

দুঃখাত্মকত্ব হয়। এবং যুষ্মৎ-প্রত্যয় বিষয় যিনি, তিনি যুষ্ম-দর্থ হন, তদ্বিষয়ে অহং জানামি এইরূপে সিদ্ধ জ্ঞাতাকে যুষ্মৎ-প্রত্যয় বিষয় এই বাক্য কথনে আমার মাতা বন্ধ্যা এই বাক্যের ন্যায় ব্যর্থ হয়। জ্ঞাতৃস্বরূপ অহম্ভাবের অহং জানামি অহং সুখী ইত্যাদি রূপ কেবল জ্ঞান ও সুখ ভাসমান হয়, জ্ঞান স্বরূপের জ্ঞাতৃত্ব বিষয়ে অহমর্থ ভানে যে দূষণার্পণ করিয়াছিলে তাহা নিরস্ত হইল। জ্ঞান স্বরূপের জ্ঞাতৃত্ব, প্রকাশ বস্তু সূর্য্যাদির প্রকাশকত্ব ন্যায় অবিরুদ্ধ, তাহা পূর্ব্বে কহিয়াছি। যদি বল, জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে অহম্ভাব আরো-পিত হয়, তাহা কহিতে পার না; যেহেতু আরোপ-কর্ত্তা কেহ নাই, অহঙ্কার-রহিত জ্ঞানমাত্রাত্মার সম্বন্ধে জড়াহ-ঙ্কারের কর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে। এই যে অহম্ভাব তিনি সংসারের হেতু নহেন, যেহেতু শুদ্ধ স্বরূপানুবন্ধি হন, যথা আমি জীব, অনুপরিমাণ, বিজ্ঞান-সুখ-শরীর, সুখী, বিজ্ঞাতা, ইত্যাদি লক্ষণ বোধ হওয়াতে ঐ অহম্ভাব সংসার হইতে মোচন করেন। এস্থলে বাদী পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন যে, সুষুপ্তি কালে অহম্ভাবের অভাব হেতু অহমর্থ স্বরূপধর্ম্ম নহে। উত্তর, তাহা নহে, সুষুপ্তির পরে সুখে নিদ্রিত ছিলাম, কিছু মাত্র জ্ঞাত ছিলাম না, এই বিবেচনা হেতু সুষুপ্তি কালেও সুখিত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব রূপ অহমর্থ আছে। তৎকালীন তমোগুণ দ্বারা অভিভব হেতু স্ফুট বোধ হয় না। সুষুপ্তি কালে অজ্ঞান সাক্ষী অহম্ভাবের অনুবৃত্তি পরে অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থাতে হয়। আমাকে আমি জ্ঞাত ছিলাম না, এই বোধে সুষুপ্তি কালে অহম্ভাবের একাংশ স্বীয় অজ্ঞান বিষয়ত্ব রূপে প্রতীতি হয়।

অহম্ভাবের অন্যাংশ তৎসাক্ষিত্বরূপে প্রতীতি হয়। সেই হেতু দেহাদি ব্যতিরিক্ত অহম্ভাব আত্মার স্বরূপ হন। দেহাদিতে অহম্ভাবের বিরোধি হেতু আত্মস্বরূপ অহম্ভাব সংসার-মোচক হন, ইহা সিদ্ধ হইল। এই অহম্ভাব, ব্রাহ্মণোঽহং গৌরোঽহং ইন্দ্রিয়বানহং অজ্ঞোঽহং অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আমি, গৌরবর্ণ আমি, চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট আমি, এতাদৃশ প্রাকৃতাহঙ্কারের নাশক হন। লজ্জিত হইয়া বাদী ছল করিয়া যুক্ত্যাভাস দ্বারা পুনর্ব্বার প্রত্যুত্থান করিতেছেন। যথা, জ্ঞানচ্ছায়া দ্বারা ঐ অহম্ভাব প্রকাশ হয়; উত্তর, তাহা কহিতে পার না, জ্ঞান ও অহম্ভাব এতদুভয়ের নৈরূপ্য হেতু ছায়া সম্ভব নহে। অগ্নি-সম্পর্ক-কৃত উষ্ণতাপ্রাপ্ত লৌহ-পিণ্ডের দাহকতাশক্তির ন্যায় জ্ঞানমাত্র-সম্পর্ক-কৃত জ্ঞাতৃত্বধর্ম্ম অহম্ভাবে মন্তব্য নহে। তাহা মানিলে, যদ্রূপ বহ্নির স্বাভাবিক উষ্ণতাধর্ম্ম, তদ্রূপ অনুভূতি স্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব রূপ স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইয়া উঠে। কিন্তু সেই ধর্ম্ম-স্বীকার, তবাভিমত নহে। পুনর্ব্বার বাদী কহিতেছেন, যথা সূর্য্যের কিরণগণের সূর্য্য-প্রকাশ্য হস্ততলে প্রকাশ হয়, তদ্রূপ অনুভূতি-প্রকাশ্য অহঙ্কার দ্বারা তদন্তর্গতা অনুভূতি প্রকাশ্যা হন। উত্তর, এ কথা কহিতে পার না। পার্থিব-প্রধান হস্ততল, তেজঃ-প্রধান সূর্য্য কিরণ-গণ, অতএব কিরূপে সেই পার্থিব পদার্থ দ্বারা তেজঃপদা-র্থের প্রকাশ্যতা কহিতে শক্য হইতে পার। তবে যে প্রতীতি হয়, তাহা ভ্রান্তি জানিবে; সূর্য্য কিরণগণ হস্ততলে প্রকাশ সময়ে প্রতিহত গতি হইয়া বাহুল্য ভাবে স্বয়ং স্ফুটতর উপলব্ধ হয়, সূর্য্য কিরণের বাহুল্য মাত্র হেতুতা হস্ততলের

থাকায় হস্ততল, কিরণ প্রকাশক স্বভাব হন, এই কহা যায়। এই আমি জীব, আমি অণু ইত্যাদি লক্ষণ অহম্ভাব যদি উপাধি মহত্তত্ত্ব হইতে জাত হইত, তাহা হইলে ঐ অহম্ভাব মুক্তিতে বিনাশ হয় জানিয়া তাহার কথা প্রসঙ্গে মোক্ষাকাঙ্ক্ষি জন সকল পলায়ন করিত; এবং নিবৃত্ত-ক্লেশ ও অক্ষয়-সুখ-বিশিষ্ট ও তেজস্বী আমি হইব; এস্থলে যে অহম্ভাব, তাহা মহত্তত্ত্ব জাত হইলে অহম্ভাব আত্মার মোক্ষে বিনাশ ভয় হেতু অহম্ভাবের দ্বারা মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর মুক্তি সাধনে প্রবৃত্তি হইত না। সেই হেতু অহমর্থ জ্ঞাতা, প্রত্যগাত্মা এই সুস্থির হইল।

শুদ্ধাত্মার অহম্ভাবত্ব প্রতিপন্ন করিয়া বিদ্বদনুভব দ্বারা ঐ অহম্ভাব দেখাইতেছেন। যথা শ্রুতৌ ভগবদ্গীতায়াঞ্চ, তদেতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে। অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি। নষ্টমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত। স্থিতোস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ অস্যার্থঃ, এই ব্রহ্মস্বরূপ সর্ব্ববৃত্তি-প্রদ ও সর্ব্বব্যাপক অনুভব করিয়া বামদেব ঋষি কহিয়াছিলেন যে, আমি মনু হইয়াছিলাম ও আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম, অর্থাৎ আমার বৃত্তি হেতু আমাতে ব্যাপি যে ব্রহ্ম তিনিই মন্বাদি রূপ জগৎ হইয়াছেন। অর্জ্জুন কহিয়াছেন, হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে স্মৃতি লব্ধা হইল, অতএব নষ্টমোহ হইয়া আমি স্থিত ও গতসন্দেহ হইয়াছি, তোমার বাক্য রক্ষা করিব। এতদুভয়স্থলে মুক্ত জীবে অহম্ভাব-প্রধান বাক্য আছে। এবং মুক্ত-মৃগ্য পরব্রহ্মের অহম্ভাব আছে। যথা, তদাত্মানমবৈদহং। ব্রহ্মাস্মীতি। অহং

সর্ব্বস্য প্রভব ইতি। অহমেবাসমেবাগ্রে ইতি চৈবমাদিঃ॥ অস্যার্থঃ, যৎকালীন কোন জ্ঞেয় বস্তু ছিল না, তখন আত্মাকে জ্ঞাত ছিলাম। আমি ব্রহ্ম হই। আমি সকলের প্রভু। সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম। এই সকল স্থলে পরব্রহ্ম ভগবানের অহম্ভাব-প্রধান বাক্য বিদিত আছে। যুক্তি প্রমাণ দ্বারা আত্মার অহম্ভাবত্ব স্থাপন করিয়া তাহাতে শঙ্কা করতঃ দৃঢ় করিতেছেন। যদি অহমর্থ আত্মা হন, তবে পর গ্রন্থ সঙ্গতি কি রূপে হয়? যথা রহূগণভরতসম্বাদে, যদান্যোঽস্তি পরঃ কোঽপি মত্তঃ পার্থিবসত্তম। তদৈষোঽহময়ং বান্যো বক্তুমেবমপীষ্যতে॥ যদা সমস্তদেহেষু পুমানেকো ব্যবস্থিতঃ। তদা হি কো ভবান্ সোঽহমিত্যেতদ্বিফলং বচঃ॥ অস্যার্থঃ, হে পার্থিবসত্তমরহূগণ, তুমি যাহা আপনি কে এই জিজ্ঞাসা করিলে, সেই বাক্য বিফল। যদি আমা হইতে অন্য পর কেহ থাকিত, তবে আমি এই, এবং অন্য এই, একথা বলিতে ইচ্ছা করিতাম, যখন সমস্ত দেহে এক পুরুষ অবস্থিত হন, তখন কে তুমি এই বচন বৃথা জানিবে। এই প্রমাণ দ্বারা আত্মার অহম্ভাব হইতে পারে না। তাহাতে উত্তর, এস্থলে স্বাতন্ত্র্যাভিমানি-আত্মার অহম্ভাব নিরাস হইয়াছে। যথা, আমি জানি, আমি ভোজন করি, আমি গমন করি, ইত্যাদি স্থলে অহং শব্দ স্বতন্ত্র বোধ করান্, সেই স্বতন্ত্রতা জীবাত্মার সম্ভব নহে। যেহেতু জীবের ঈশ্বর পারতন্ত্র্য আছে, স্বতন্ত্র পরমাত্মাই তদভিমান-যোগ্য, জীব নহে, সেই জীব পরমাত্মার অধীন বৃত্তি হেতুক পরমাত্মা হইতে অতিরিক্ত নহে। এতদ্দ্বারা জীবের অহম্ভাবের ক্ষতি নাই, যেহেতু ঈশ্বরাধীনোঽহং অর্থাৎ

ঈশ্বরের অধীন আমি এতাদৃশ অবিরুদ্ধ অহম্ভাবের হানি নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের এই অর্থ করিতে হইবেক। যদি মদেকাশ্রয় মদীশ্বর হইতে অন্য পর স্বতন্ত্রাভিমানী মদ্বিধ কোন অন্য আত্মা থাকিত, তাহা হইলে পৃথগ্রূপে এই আমি, অন্য এই, কথন নিমিত্ত যুক্ত হইত। এ প্রকার নাই যে, তাহাই কহিতেছেন। যখন পুমান্ অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যাভিমানী পরমাত্মা এক, সমস্ত দেহে ব্যবস্থা দ্বারা স্থিত, তখন সমান বহু জনের মধ্যে নির্দ্ধারণরূপ, তুমি কে, এই তোমার প্রশ্ন, এবং তদুত্তর সেই আমি, এই বাক্য বিফল। উপক্রম ও উপসংহারের একরূপতা হেতু আত্মার অহম্ভাব সিদ্ধ হইয়াছে। উপসংহারেও দেহের অহম্ভাব নিরাস করিয়া শুদ্ধ অহম্ভাব স্থাপিত আছে। যথা, সমস্তাবয়বেভ্যঃ স পৃথগ্ভূয় ব্যবস্থিতঃ। কোঽহমিত্যেব নিপুণং ভূত্বা চিন্তয় পার্থিব। অস্যার্থঃ, হে রাজন্! সমস্ত অবয়ব হইতে পৃথক হইয়া স্থিত সেই আমি কে, এই জ্ঞানে নিপুণ হইয়া চিন্তা কর। আমি রাজা, ইহারা পোষ্য, ইত্যাদি স্থলে অহংবুদ্ধি ভ্রান্তি জানিবে। এই সকল হইতে বিলক্ষণ চিৎসুখশরীর আত্মা আমি, এই জ্ঞান প্রমাণ জানিবে। এরূপে দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মতত্ত্ব অবস্থিত হওয়াতে, মৎকর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়া এই শত্রু হত এবং ইহাকে আমি হনন করিব, এই কথন কি রূপে শক্য হয়? উত্তর, স্বরূপাহম্ভাব হইতে পৃথক্ যে প্রাকৃতাহঙ্কার, তদ্দ্বারা তৎকথন শক্য হয়। এস্থলে শ্রীবৈষ্ণবেরা কহিয়া থাকেন যে, সর্ব্ব শরীরস্থিত জীবসমূহের জ্ঞানাদি রূপে একাকারত্ব হেতু তৎপৃথক্ বোধক জাত্যাদির অভাব

দ্বারা যে তুমি এই প্রশ্ন, সেই আমি ইত্যাদি উত্তর ঘটনা হয়, এই আভাসে যদন্যোঽস্তি এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন। পর শব্দে অর্থাৎ বিলক্ষণ জাত্যাদি বিশিষ্ট সর্ব্ব শরীরে একাকার ব্যক্তির নানাত্ব অঙ্গীকার করিয়া যে বিসদৃশতা, সেই বিসদৃশতা নিষিদ্ধ হইয়াছে। নতুবা এক আত্মাতে অন্য ও পর, এই পদদ্বয়ের সঙ্গতি হয় না। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ সকলে অহম্ভাব-বিশিষ্ট পরমাত্মা ও জীবের জ্ঞাতৃত্ব সাধিত হইল। যদি বল, জ্ঞাতৃত্ব রূপ স্বরূপ শক্তি ঈশ্বরে নাই, তাহা কহিতে পার না। চিন্মাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন সমুদয় নশ্বর রূপে যে নিষেধ করিয়াছেন, ঐ নিষেধ-বিষয়ক জ্ঞানের কে এই জ্ঞাতা। যদি বল, ব্রহ্মে ঐ জ্ঞাতৃত্ব শক্তি অধ্যাস রূপা হন। তাহা কহিতে পার না, যেহেতু অধ্যাসিত জ্ঞানকে নিষেধ না করিলে অদ্বয়-স্ফূর্ত্তি হয় না; অতএব, তাহার নিবর্ত্তক জ্ঞানাপেক্ষা করে, তাহা হইলেই অধ্যস্ত জ্ঞান ঐ নিবর্ত্তক জ্ঞানের কর্ম্ম হন, জ্ঞাতৃত্বভাবে কর্ত্তৃত্ব হয় না। অতএব ঈশ্বরের জ্ঞাতৃত্ব শক্তি কল্পিত নহে, তৎস্বরূপ, তাহা সিদ্ধ হইল। এবং সহস্র-নাম-ভাষ্যে 'অচ্যুত' এই নাম ব্যাখ্যাতে স্বরূপ-সামর্থ্য হইতে চ্যুতি নাই, এই ব্যুৎপত্তি করাতে সামর্থ্য-স্বীকারে শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। যদি বল, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশত্ব রূপে ভাসমান হন, তাঁহার শক্তি-স্বীকার ব্যর্থ। এ কথা কহিলে তুমি নির্ব্বিশেষ-বাদী আপনার বাক্য-জালে আপনি বদ্ধ হইলে। যেহেতু স্বপ্রকাশত্ব রূপে ভাসমান হন, এই স্বীকার করিলেই ঐ স্বপ্রকাশত্ব আমাদিগের স্বরূপ-শক্তি। স্বপ্রকাশত্ব-রূপ ধর্ম্ম ব্যতিরেকে স্বপ্রকাশ নামে বস্তু

নাই। নির্ব্বিশেষ-বস্তু-বাদী কর্তৃক নির্ব্বিশেষ বস্তুর এই প্রমাণ, তাহা কহিতে শক্য নহে। যেহেতু সকল প্রমাণের সবিশেষ-বস্তু-বিষয়ত্ব আছে, সেই সকল প্রমাণের নির্ব্বিশেষ-বস্তু-বিষয়ত্ব হইলে প্রমাণ-প্রতিপাদ্য হেতু তব মতে ব্রহ্মেতেও নশ্বরত্ব হয়। তোমরা কার্য্য দেখিয়া ব্রহ্মেতে শক্তি কল্পনা কর, তাহা নহে; কার্য্যের পূর্ব্বকালেও মণি-মন্ত্র মহৌষধাদির ন্যায় অর্থাৎ মণিমন্ত্রাদিতে শক্তি না থাকিলে, কখন মন্ত্রৌষধাদি দ্বারা কার্য্য হইতে পারে না, কিন্তু কার্য্য কালকে প্রাপ্ত হইয়া ঐ শক্তি ব্যক্ত হয়, তদ্রূপ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের পূর্ব্বে ব্রহ্মে শক্তি আছে, সৃষ্ট্যাদি কার্য্য পাইয়া ব্যক্ত হয়। যদি বল, বস্তু সত্ত্বেও মন্ত্রাদি দ্বারা বস্তুর শক্তি-স্তম্ভন হয়। তদুত্তর, আমরা বস্তু হইতে ঐ শক্তি ভিন্ন রূপে কি অভিন্ন রূপে চিন্তা করি নাই। অচিন্ত্য ভেদাভেদ স্বীকার করি, তাহা হইলেই বস্তুর সত্তাতে শক্তির সত্তা। পূর্ব্বে যে, অনুভূতির স্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান-গ্রাহ্যত্ব উক্ত আছে, তাহাতে করিয়া ঐ অনুভূতির জড়তা হয় না। তথাহি মোক্ষধর্ম্মে, মৃগৈর্ম্মৃগাণাং গ্রহণং পক্ষিণাং পক্ষিভির্যথা। গজানাঞ্চ গজৈরেবং জ্ঞেয়ং জ্ঞানেন গম্যতে॥ অস্যার্থঃ, যেরূপ মৃগ দ্বারা ও পক্ষি দ্বারা ও গজ দ্বারা মৃগ ও পক্ষী ও গজ গ্রহণ হয়, তদ্রূপ গুরু-প্রসাদ-লব্ধ জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় লভ্য হন। যদ্রূপ প্রকাশ রূপ সূর্য্যের প্রকাশাত্মক চক্ষুর বিষয়ত্ব হইলেও সূর্য্যের অপ্রকাশতাপত্তি হয় না। এবং ঔপনিষদঃ পুরুষো। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্য-মিত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের বেদ্যত্ব-বোধিকা

যাহা আছে, তাহার বিরোধ হয় না। সেই হেতু আত্মা অনুভবিতা হন, অনুভূতি তাহার ধর্ম্ম হয়, সেই ধর্ম্ম, বিষয়-প্রকাশ সময়ে স্বপ্রকাশরূপে প্রতীত হন, অন্য সময়ে জ্ঞানগম্য হন। যদি আত্মা জ্ঞানী হন, তবে ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং ন মতের্মন্তারমিত্যাদি শ্রুতিতে অর্থাৎ আত্মা জ্ঞানী নহেন ও মন্তা নহেন, এরূপ জ্ঞানিত্ব নিষেধ কিরূপে সঙ্গত হয়? উত্তর, জ্ঞানোপাসনে জ্ঞানী জীবের ক্লেশাধিক্য হয়, এজন্য জ্ঞানী জীবকে নিষেধ করিয়া সর্ব্বান্তরাত্মা ঈশ্বর উপাস্য, এই ব্যাখ্যাতে কোন শঙ্কা নাই। জ্ঞান দ্বারা উপাসনাতে ক্লেশাধিক্য তাহা ভগবান স্বয়ং গীতাতে কহিয়াছেন; যথা, যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমিত্যাদি শ্লোকে ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামিত্যাদি ॥

ইতি ভাষ্যসারসিদ্ধান্তরত্নে শ্রীউপেন্দ্রমোহনগোস্বামি-ন্যায়রত্ন-কৃত-বঙ্গভাষানুবাদে কেবলানুভূতি-নিরাসঃ

ষষ্ঠঃ পাদঃ।

অথ সপ্তমপাদারম্ভঃ।

ওঁ গোবিন্দায় নমঃ। গ্রন্থারম্ভে বিজ্ঞানানন্দ, সর্ব্বজ্ঞাদি-গুণরত্নাকর, সর্ব্বেশ্বর, শ্রীপতি, শ্রীবিষ্ণুর ভক্তি, আত্যন্তিক সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখ-পরিহারের হেতু, তাহা বাদারায়ণ বেদ-ব্যাসের মত দ্বারা উপপাদিত হইয়াছে। নির্গুণাত্মৈক্যবাদ চতুর্থাদি-পাদত্রয় দ্বারা পরিদূষিত, তদ্দ্বারা সবিশেষ-ব্রহ্ম-বাদ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে সবিশেষ-ব্রহ্ম-বাদে উদ্দিষ্ট যে পুরুষার্থ, তদ্বর্ণনা জন্য এই পাদ আরম্ভ হইতেছে। যথা, জ্ঞানস্বরূপ অহম্ভাব-বিশিষ্ট আত্মা এবং কর্ত্তৃত্বাদিমান্ সেই আত্মা, ঈশ্বর ও জীব দ্বিবিধ হন। তন্মধ্যে ঈশ্বর বিভু ও শক্তি-যুক্ত আত্মা দ্বারা জগৎ-কর্ত্তা এবং স্বাধীন প্রকৃতি দ্বারা জগতের উপাদান-কারণ হন। যদি বল, বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, ব্রহ্মই কি হেতু হইতে পারেন? উত্তর, যেহেতু এক ঈশ্বর-বিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞার এবং এক মৃৎপিণ্ড-জ্ঞানে সর্ব্ব মৃণ্ময় বস্তু জ্ঞাত হয়, এই শ্রুত্যুক্ত দৃষ্টান্তের আনুগুণ্য আছে; তথা চ সূত্রং, প্রতিজ্ঞা দৃষ্টা-ন্তানুরোধাদিতি। প্রকৃতি ও জীবরূপ প্রপঞ্চ হইতে তদাশ্রয় ঈশ্বরের ভেদ, আনন্দময়োঽভ্যাসাদিত্যাদি অধিকরণে সিদ্ধ আছে। বস্তু হইতে অভিন্ন হইয়া যিনি তদ্বোধক হন,

তাহাকে স্বরূপ লক্ষণ কহে, অতএব সত্য জ্ঞানানন্তাদিশব্দ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়া ব্রহ্ম-বোধক হওয়াতে সত্য জ্ঞানাদি শব্দ ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ হয়। বস্তু হইতে ভিন্ন হইয়া যিনি তদ্বোধক হন্, তাহাকে তটস্থ লক্ষণ কহে। জগতের ব্রহ্ম ভিন্নত্ব থাকাতেও জগৎ সকর্ত্তা হন, এই রূপে জগতের ব্রহ্ম-বোধকত্ব হওয়ায় জগজ্জন্মাদি-ঘটিত জন্মাদ্যস্য যত এই সূত্র ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ হয়। এই যে মায়ীদিগের জগজ্জন্মাদি-ঘটিত ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ-স্বীকার তাহা সুচারু নহে। যদ্রূপ গোর অসাধারণ সাস্নাদি গোস্বরূপ হইতে অতিরেক নহে, সাস্নাদি-বিশিষ্ট গোর স্বরূপ-লক্ষণ হয়, তদ্রূপ শক্তিমান্ ব্রহ্মের পরাদি-শক্তিত্রয় অসাধারণ হয়, ঐ শক্তি, স্বরূপ হইতে অনতিরেকা, জবাপুষ্পগত-আরুণ্য স্ফটিক মণিতে সংসক্ত হইয়া ঐ মণিতে আরুণ্য তুল্য ঔপাধিক শক্তিত্রয় নহে, অতএব সেই শক্তিত্রয় দ্বারা ব্রহ্মের বিশ্বের প্রতি নিমিত্ত ও উপাদন কারণত্ব হয়, অতএব জগজ্জন্মাদি-ঘটিত লক্ষণ ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ, যদ্রূপ গোর সাস্নাদিমত্ব স্বরূপ লক্ষণ তদ্রূপ। সেই উভয়রূপতার অর্থাৎ উপাদান ও নিমিত্ত কারণতার ব্রহ্মগতত্ব হেতু ঔপাধিকত্বের অভাব, অতএব ঔপাধিকত্ব লক্ষণ তটস্থ লক্ষণ অসমঞ্জস হয়। জন্মাদ্যস্য যত ইতি সূত্রে জগতের জন্মাদি হেতুত্ব ব্রহ্মের শাস্ত্রকারিকর্ত্তৃক দর্শিত আছে, অন্যথা করিলে লক্ষণের সঙ্গতি হয় না। সেই সূত্রার্থ এই, যাহা হইতে এই জগতের জন্মাদি হয়, সেই ব্রহ্ম; এতদ্দ্বারা জগৎ পরমার্থত সত্য তাহাও উপপাদিত হইয়াছে। তাহা না হইলে মিথ্যা জগতের দ্বারা

সত্য ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না। যাহারা মিথ্যাভূত জগৎ, রজ্জুতে ভুজঙ্গ ন্যায় ব্রহ্মেতে আরোপিত কহেন, তন্মতে জগৎ নিরধিষ্ঠান হয়। ভ্রমস্থলে ভ্রমাধিষ্ঠান সামান্যতঃ জ্ঞাত হইয়া অজ্ঞানবিশেষ-বিশিষ্ট হন, এই রূপ সর্ব্বত্র অধিষ্ঠান স্বরূপের নিয়ম আছে, যেরূপ শুক্তি রজ্জু প্রভৃতি। তোমা কর্ত্তৃক এরূপ ব্রহ্ম স্বীকার্য্য নহে, যেহেতু নির্বিশেষ নিঃসামান্য ব্রহ্ম স্বীকার্য্য হইয়াছেন, সেই নির্বিশেষ নিঃসামান্য ব্রহ্মে ভ্রম সম্ভব নহে। জগৎ-কারণ-বিষয়ে মৃত্তিকা-ঘট-দৃষ্টান্ত ক্রোড়ীকৃত হইয়াছে, শুক্তি-রজতাদি দৃষ্টান্ত যাহা আছে, সে কেবল জগতের অনিত্যত্ব-জ্ঞান ভিন্ন বৈরাগ্য হয় না, সেই বৈরাগ্য গ্রহণ করাইবার জন্য আচার্য্য কর্ত্তৃক বুদ্ধিতে কল্পিত হইয়াছে। সেই হেতু জগতের নিমিত্তোপাদান স্বরূপত্ব সেই ব্রহ্মের পারমার্থিক জানিবে। তথা চ ভারতে সভাপর্ব্বণি ভীষ্মবাক্যং। এষ প্রকৃতিরব্যক্তঃ কর্ত্তা চৈব সনাতনঃ। পরশ্চ সর্ব্বভূতেভ্যস্তস্মাদ্বুদ্ধতমোঽচ্যুতঃ॥ অস্যার্থঃ, এই অচ্যুত কৃষ্ণ, প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান-কারণ, কর্ত্তা অর্থাৎ নিমিত্ত-কারণ।

যদি বল, ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইলে তাঁহার নিক্রিয়ত্ব ও অবিকারিত্ব সিদ্ধ কিরূপে হয়? কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও নিষ্ক্রিয়ত্ব ও অবিকারিত্ব শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উক্ত আছে। যথা, নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনমিত্যাদ্যা শ্রুতিঃ। অতএব সকল সমঞ্জস হইল। ঈশ্বর নিরূপণানন্তর জীব নিরূপণ করিতেছেন। জীব অণু; তথাচ শ্বেতাশ্বতরবাক্যং, বালাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য চ। ভাগো

জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্প্যতে। মণ্ডূকে একাদশস্কন্ধে চ যথা, এষোঽণুরাত্মা চিৎস্বরূপো বেদিতব্যঃ। সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীব ইত্যাদি। অস্যার্থঃ, কেশাগ্রের শতভাগকে শতধা করিয়া যে ভাগ হয়, তদ্রূপ সূক্ষ্ম জীব জানিবে, সেই জীব মুক্তি নিমিত্ত হন। এই অণু চিৎরূপ আত্মা, তিনি বিজ্ঞেয় হইয়াছেন। বিভূতি-কথনে ভগবান্ কহিয়াছেন যে, সূক্ষ্মের মধ্যে আমিই জীব। সেই জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সত্য, এবং ঈশ্বরাধীনত্ব সত্য। যদি বল, জীব কর্ত্তা কিরূপে হয়? তত্র প্রমাণং ব্রহ্মসূত্রং, তদ্ভাষ্যধৃতশ্রুতিশ্চ। যথা, কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাদিত্যাদি। যজেতধ্যায়েদিত্যাদি শ্রুতিঃ। অর্থাৎ জীব পূজা করেন, ধ্যান করেন, অত্র স্থলে জীবের স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন স্বার্থক্য হয় না, প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বস্বীকারে ব্যর্থ হয়। যদ্রূপ ঈশ্বর এক, তদ্রূপ জীব নহে, কিন্তু পরমার্থত বহু জীব। তত্র প্রমাণং শ্রীগীতাসু, জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ। তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরং॥ অস্যার্থঃ, জ্ঞানদ্বারা যাহাদিগের স্বীয় অজ্ঞান নাশিত হয়, তাহাদিগের সূর্য্যের ন্যায় সেই ঈশ্বরপর জ্ঞান প্রকাশ হয়। অত্র স্থলে যেষাং এই বহু বচন দ্বারা জীবের বহুত্বাভিধান হইয়াছে। সেই জ্ঞানস্বরূপ জীবের জ্ঞাতৃত্ব-ধর্ম্ম স্বীকার্য্য। তত্র প্রমাণং, যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ ইতি শ্রুতেঃ। অস্যার্থঃ, পুরুষ অর্থাৎ জীব মনন-কর্ত্তা এবং বোদ্ধা ও কর্ত্তা ও বিজ্ঞানাত্মা অর্থাৎ চিন্ময়। যদি বল, মনঃসংযুক্ত আত্মাতে জ্ঞানের উৎপত্তি হেতুক ঐ বিজ্ঞাতৃত্ব অনিত্য হয়, তাহা নহে, আত্মা,

নিত্যই সগুণ। তত্র প্রমাণং বৃহদারণ্যকে যথা, নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে। অস্যার্থঃ, জীবের ধর্ম্মভূত জ্ঞানের বিনাশ নাই। তথাচ শৌনকবাক্যং, যথোদপানখননাৎ ক্রিয়তে ন.জলান্তরং। সদেব নীয়তে ব্যক্তিমসতঃ সম্ভবঃ কুতঃ॥ অস্যার্থঃ কূপখনন দ্বারা পৃথক জলান্তর করে না, কিন্তু সৎ অব্যক্ত রূপে স্থিত যে জল তাহার ব্যক্ত হয়, যেহেতু অসৎ বস্তুর উৎপত্তি হয় না। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা জীব জ্ঞানবিশিষ্ট না থাকিলে অসৎ জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইতে পারে না। ঐ জীবের পাপ জরা ইত্যাদি হেয় গুণ ধ্বংস দ্বারা বোধাদি নিত্য গুণ উদয় হয়। যে অববোধ উদিত হইয়া সংসারতিমির নাশ করেন, যে তিমির সহস্র সূর্য্যোদয়ে নাশ হয় না, যে বোধের উদয় না হইলে সর্ব্বত্যাগি ব্যক্তিরও পশুর তুল্য মুক্তি হয় না, যে বোধের উদয়ে গৃহি জনক রাজাদিরও মুক্তি দেখা যাইতেছে। এমতে স্বরূপ ও সামর্থ্য দ্বারা জীব, পরমেশ্বর তুল্য নহেন, অল্প পরিমাণত্ব রূপে অপ্রধান হেতু পরমেশ্বরের অংশ এই জীব তাহা কথিত আছে, তৎসমুদয় অংশাধিকরণে এবং তদ্ভাষ্যে বিবৃত আছে। সেই হেতু নিত্য জ্ঞানাদি গুণবিশিষ্ট অণুচৈতন্য-জীব-স্বরূপ সিদ্ধ হইল। যদি বল, জীব অণুস্বরূপ হইলে সর্ব্ব-দেহ-ব্যাপি চৈতন্য কিরূপে হয়? তদুত্তর, যথা হরিচন্দন-বিন্দু ললাটে ধারণ করিলেই সর্ব্বাঙ্গ শীতল করেন, এবং কোন মহৌষধ শরীরের এক দেশে ধারণ করিলে ঐ মহৌষধির সর্ব্বাঙ্গ পুষ্টিকরত্ব শক্তি আছে, তদ্রূপ। ব্রহ্ম হইতে অপ্রধানত্ব হেতু ব্রহ্মাংশ জীব এই উক্তিতে অদ্বৈতবাদীরা

কহিতেছেন যে, অংশ শব্দে বস্তুর একদেশ হয়, অতএব উপাধি যোগ দ্বারা ব্রহ্মের একদেশ জীব হন, এজন্য জীবের ব্রহ্মাংশত্ব আছে। অদ্বৈতবাদীর এই মত নিরাকৃত জন্য প্রবর্ত্ত হইতেছেন। যথা পাষাণ-চ্ছেদক অস্ত্র দ্বারা পাষাণ খণ্ড হয়, তদ্রূপ বাস্তবোপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম-খণ্ড জীব নহেন। যেহেতু ব্রহ্মের অচ্ছেদ্যত্ব ও অখণ্ডত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এক বস্তুর দ্বিধাকরণকে ছেদ কহে। যদি বল, অছিন্ন ব্রহ্ম-প্রদেশ বিশেষ উপাধি-সংযুক্ত হইয়া জীব হন; উত্তর, তাহা হইলে উপাধির গমনে উপাধি-যুক্ত ব্রহ্ম-প্রদেশের আকর্ষণ হইতে পারে। এবং উপাধি-যুক্ত ব্রহ্ম-প্রদেশ বদ্ধ, উপাধি বিযুক্ত ব্রহ্ম-প্রদেশ মুক্ত ইহাও হইতে পারে। এবং উপাধি-সংযুক্ত-ব্রহ্ম-স্বরূপ জীব নহে, তাহা হইলে শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে ইত্যাদি শ্রুতিতে উপাধি-রহিত ব্রহ্মের তুরীয়ত্ব শ্রবণের বিরোধ হয়। যদি বল, ব্রহ্মাধিষ্ঠিত অন্তঃকরণই জীব হন, তাহা হইলে, মুক্তিতে জীব-নাশ হইতে পারে। যদি বল, ভ্রান্ত রাজপুত্র যদ্রূপ কৈবর্ত্ত হন, তদ্রূপ ভ্রান্ত ব্রহ্ম জীব হন, একথা নহে, তাহা হইলে সার্ব্বজ্ঞ্যাদি শ্রুতির অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ তাহার বিরোধ হয়। যদি বল, উপাধিতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই জীব হন, তাহা নহে, রূপ-রহিত বিভু ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। যদি বল, মুখব্যাদানে নীরূপ শূন্য ভাগ মুখ-চ্ছিদ্রের প্রতিবিম্বের ন্যায় নীরূপ ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব হইতে পারে, তাহা নহে, রূপবিশিষ্ট জনকে আশ্রয় করিয়া নীরূপ মুখ-চ্ছিদ্রের প্রতিবিম্ব হয়, কিন্তু ব্রহ্মের রূপবিশিষ্ট কোন বস্তু আশ্রয় না থাকাতে তাহা অসম্ভব। অতএব

বিষম দৃষ্টান্ত হয়। যদি বল, জলাদিতে যেরূপ নীরূপ আকাশের প্রতিবিম্ব হয় তদ্রূপ, তাহা নহে, আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদির প্রভামণ্ডলের আকাশ-প্রতিবিম্বরূপে প্রতীতি হয়, তাহাতে আকাশ-প্রতিবিম্ব-জ্ঞান ভ্রান্তি জানিবে। যদ্যপি নীরূপ বিভুর প্রতিবিম্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে নীরূপ বায়ু-কালাদির প্রতিবিম্ব-প্রসঙ্গ হয়। যদ্রূপ এক আকাশ, ঘটাদিতে পরিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক হন, তদ্রূপ এক আত্মা অনেকস্থ হন, এবং অনেক জলাধারে এক সূর্য্যের প্রতিবিম্ব যেরূপ, ইত্যাদি প্রতিবিম্ব-শাস্ত্র কিরূপে সঙ্গতি হয়। তাহার উত্তর, সেই শাস্ত্র গৌণীবৃত্তি অর্থাৎ প্রতিবিম্ব-সাদৃশ্য দ্বারা সঙ্গত হয়। এই মত সূত্রকর্ত্তা বেদব্যাস অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বমিত্যাদি সূত্রে নির্ণীত করিয়াছেন। তৎ-সূত্রার্থঃ, পরিচ্ছিন্ন ও রূপবিশিষ্ট সূর্য্যাদির প্রতিবিম্বের জলে যেরূপ গ্রহণ হয়, ব্রহ্মের বিভুত্ব নীরূপত্ব হেতু অবিদ্যাতে প্রতিবিম্ব গ্রহণ হয় না; অতএব ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বত্ব জীবের নাই। জলাধারে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব ন্যায় অবিদ্যাতে ঈশ্বর-প্রতিবিম্ব জীব ইত্যাদি শাস্ত্র, বৃদ্ধি-হ্রাস-রূপ-সাধর্ম্ম্যাংশ আশ্রয় করিয়া সঙ্গতিমান্ হয়। অর্থাৎ, সূর্য্য যিনি তিনি জলাদ্যুপাধি দ্বারা অসংযুক্ত ও বৃদ্ধিভাক্ অর্থাৎ বৃহৎ, এবং স্বতন্ত্র, সূর্য্য-প্রতিবিম্ব সকল জলাদ্যুপাধি হ্রাসে হ্রাসবিশিষ্ট এবং জলাদ্যুপাধি-ধর্ম্মযুক্ত এবং পরতন্ত্র, তদ্রূপ পরমাত্মা বিভু, প্রকৃতি-ধর্ম্মে অসংযুক্ত ও স্বতন্ত্র, তদংশ জীব সকল অণু ও প্রকৃতি ধর্ম্মযুক্ত। অতএব সূর্য্য-প্রতিবিম্বোপমা, বিম্ব হইতে ভিন্নত্ব এবং তদধীনত্ব তাহার সাদৃশ্য ধর্ম্ম দ্বারা সিদ্ধ হয়।

অতএব বরাহপুরাণে উক্ত আছে; যথা, দ্বিরূপাবংশকৌ তস্য পরমস্য হরের্বিভোঃ। প্রতিবিম্বাংশকশ্চাথ স্বরূপাংশক এব চ॥ প্রতিবিম্বাংশকা জীবাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ পরে স্মৃতাঃ। প্রতিবিম্বেম্বল্পসাম্যং স্বরূপাণীতরাণি চ॥ অস্যার্থঃ;-বিভু হরির দুই রূপ অংশ হয়, প্রতিবিম্বাংশ ও স্বরূপাংশ, প্রতিবিম্বাংশ জীব, ও স্বরূপাংশ মৎস্যকূর্ম্মাদি; তন্মধ্যে প্রতিবিম্বাংশে অল্প শক্তি, স্বরূপাংশে অধিক শক্তি। যদ্রূপ ইন্দ্রধনু সূর্য্যের অনুপাধি-প্রতিবিম্ব, তদ্রূপ ঈশ্বরের উপাধি-রহিত প্রতিবিম্বাংশ জীব হন। তথা চ পৈঙ্গিশ্রুতিঃ। জীব ঈশস্যানুপাধিরিন্দ্রচাপো যথা রবেঃ। সেই ভগবদংশভূত জীবের নিজাংশি-ভগবৎ-বৈমুখ্য হেতু মায়া দ্বারা পরিভব হয়, ভগবৎসাংমুখ্যে সেই মায়া বিলীনা হন, তাহা হইলে স্বরূপ সাক্ষাৎকার সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি হয়, যেরূপ মুদ্গর প্রহার দ্বারা ঘট নাশ হইলে তদ্গতান্ধকার পলায়ন করে, পরে তত্রস্থ দীপের স্বরূপ-স্ফূর্ত্তি তুল্য জীবের স্বরূপ-স্ফূর্ত্তি হয় এবং পরমাত্মাকে সর্ব্বদা দর্শন করে। তত্র প্রমাণং শ্বেতাশ্বতরবাক্যং। ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং পরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ। তস্যাভিধানাৎ যোজনাত্তত্ত্বভাবাৎ ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ॥ অস্যার্থঃ, এক পরমাত্মা, প্রধান ও জীবকে নিয়মন করেন। সেই দেবের অভিধান দ্বারা যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, তদ্ধেতু স্বরূপদ্বয়-স্ফূর্ত্তি হয়, পরে বিশ্বমায়া-নিবৃত্তি জীবের হয়, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে। সেই মুক্ত জীব ভগবল্লোক হইতে পুনর্ব্বার পতিত হয় না। তত্র প্রমাণং, ন স পুনরাবর্ত্তত ইত্যাদি শ্রুতিঃ। সেই যে জীবের ঈশ্বর-বৈমুখ্য, অনাদি-কাল-জাত

হইলেও সৎসঙ্গ দ্বারা বৈমুখ্য নাশ হয় এবং ভগবৎ সাংমুখ্য আবির্ভূত হয়। তত্র প্রমাণং, অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে। অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা ॥ মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্ব্বিমুক্তেরিতি চ ॥ অস্যার্থঃ, অনাদি-বৈমুখ্যে প্রবৃত্তা হরিমায়া কর্ত্তৃক মোহিত জীব যৎকালীন প্রবুদ্ধ হন অর্থাৎ সৎসঙ্গ দ্বারা হরি-বৈমুখ্য নাশ হইয়া ভগবৎ সাংমুখ্য লাভ করেন, তৎকালীন হরিকে স্বামিত্ব রূপে লাভ করেন। ভগবৎ-প্রসাদ হেতুক সৎসঙ্গ হয়, তৎসঙ্গ দ্বারা ভগবৎ-সাম্মুখ্য হইলে জীবের সেই নিজ-স্বামি-ভাব-লক্ষণ-সম্বন্ধ ভগবানে হয়। সৎ-সঙ্গ দ্বারা বিশুদ্ধ জীবের জ্ঞানানন্দাত্মক ভগবৎ-স্বরূপাবরক অবিদ্যা বিনাশানন্তর ভগবৎ-স্বরূপ-স্ফূর্ত্তি হয়। পরে নিরন্তর প্রেম-লক্ষণা ভক্তি দ্বারা জীবের প্রতি ভগবৎ গুণাবরক অবিদ্যা-বিশেষ বিনাশ হয়, তাহা হইলেই ভগবদ্‌গুণ সকলের স্ফূর্ত্তি হয়। পরে অনন্ত-গুণ-লীলা-বিভূতি স্বামী হরি, এতদ্রূপে শুদ্ধ জীবের ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হয়। অতএব ভগবৎ-স্বরূ-পাবরক ও গুণাবরক অবিদ্যা দ্বয়ের ধ্বংসকে মোক্ষ কহা যায়। অবিদ্যাদ্বয়ে প্রমাণং যথা কাঠক শ্রুতৌ, বিমুক্ত-শ্চ বিমুচ্যতে ইতি, ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিরিতি চ ॥ অস্যার্থঃ, ভগবৎ-স্বরূপাবরণকারিণী অবিদ্যা হইতে বিমুক্ত জীব ভগবদ্‌গুণাবরণকারিণী অবিদ্যা হইতে মুক্ত হন। স্বরূ-পাবরিকা অবিদ্যা হইতে বিমুক্ত জীবের অন্তে অর্থাৎ পর-ভক্তি লাভের উত্তর কালে বিশ্বমায়া নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ গুণাবরিকা অবিদ্যার পলায়ন হয়। যে চিন্মাত্রাদ্বৈতবাদি-গণ, বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে এই শ্রুতি দ্বারা দেহাদির শুক্তি-

রজত তুল্য রচিতত্ব হেতু দেহানুসন্ধান কালেও জীব বস্তুত মুক্তই আছেন, সেই জীব পুনর্ব্বার একমেবাদ্বিতীয়-মিত্যাদি-বেদান্ত-বাক্য-পরিশীলনের দ্বারা সেই ভ্রম হইতে বিমুক্ত হন, এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, সেই অদ্বৈতবাদীরা যতো বা ইমানি ভূতানি ইত্যাদি প্রপঞ্চসত্য প্রতিপাদক বেদবাক্যের অপ্রামাণ্য করণ হেতুক নাস্তিক জানিবে, তাহা পূর্ব্বে কথিত আছে। যদি বল, অবিদ্যাদ্বয়ধ্বংসের কার্য্যত্ব আছে, কার্য্য হইলেই অনিত্য হয়, অতএব সেই বিধ্বংস অবিদ্যার পুনর্ব্বার উৎপত্তি হইতে পারে। উত্তর, তাহা নহে, অভাব রূপ কার্য্য নিত্য; তাহার নিদর্শন, যে ঘটের ধ্বংস হয়, তাহার পুনরাগতি নাই।

যদি বল, পরোক্ষস্বভাব হরির সাক্ষাৎকার কিরূপে হয়? উত্তর, পরোক্ষস্বভাব হরি হইলেও সর্ব্বদা অনুশীলন দ্বারা উদিত-ভগবৎ-কৃপাশক্তি হইতে তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়, যদ্রূপ পরোক্ষ ষড়্জাদি স্বরের সর্ব্বদা অনুশীলন দ্বারা শ্রাবণ-প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ। এইরূপ ভগবান্ সূত্রকার কহিয়াছেন, যথা, প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাদিতি। অস্যার্থঃ, ধ্যানে অভ্যাস হেতু ব্রহ্ম প্রকাশ হন। উক্ত প্রকারে দুঃখ-হানি সুখলাভ রূপ মোক্ষ তাহা সিদ্ধ হইল। মুক্ত নির্দুঃখ সুখী এই উক্ত হইল। এতৎ প্রতিকূল কেবলানুভূতিবাদীর মত, পূর্ব্বে নিরাকৃত হইলেও পুনর্ব্বার মুক্তি-প্রসঙ্গে নিরাকৃত করিতেছেন। কেবলানুভূতি-বাদীরা কহিয়া থাকেন, মুক্তিতে অহম্ভাব বিনাশ হয়, চিৎসুখরূপ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকেন, তিনিই আত্ম বস্তু পুরুষার্থ স্বরূপ। এ কথা

অতি মন্দ। কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আনন্দ অনুভূত না হইলে আত্মার জ্ঞানানন্দরূপত্ব হয় না, এবং জ্ঞানানন্দের অনু-ভবিতা না হইলে আত্মত্ব হয় না। দুঃখহানি সুখপ্রাপ্তি ভিন্ন পুরুষার্থ অস্বীকৃত আছে। যথা চতুর্থে নারদ-বাক্যং, দুঃখহানিঃ সুখপ্রাপ্তিঃ শ্রেয়স্তত্রেহ চেষ্যতে। অস্যার্থঃ, এই কর্ম্মানুষ্ঠানে দুঃখহানি সুখপ্রাপ্তি রূপ শ্রেয় ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে। দুঃখশূন্য হইয়া সুখী হইব এই ইচ্ছাই মোক্ষে প্রমাণ, এতাদৃশ ইচ্ছার অভাবে মোক্ষ-কল্পনা অপ্রমাণ হয়। দুঃখহানি ও সুখপ্রাপ্তি এই উভয় রূপ পুরুষার্থ জীবাত্মা-শ্রয় হয়, জীবাত্মার অহম্ভাবের বিনাশ হইলে ওই পুরুষার্থ অসম্ভব। ভাবক্ষণিক-বাদী বৌদ্ধেরা কহিয়া থাকেন যে, পাপকর্ম্মোৎপাদন হেতু আত্মাই দুঃখহেতু, অতএব আত্মার নাশ হইলে দুঃখ-নিবৃত্তি হয়। এই বৌদ্ধ-মত কুবুদ্ধি-বিল-সিত। যেহেতু শরীরেন্দ্রিয়-বিষয়-বিশিষ্ট জাগ্রদবস্থাই দুঃখহেতু হয়, জাগ্রদবস্থা নষ্ট হইলে সুষুপ্তাবস্থাতে দুঃখ থাকে না, এই অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা জাগ্রদবস্থাই তাদৃশ দুঃখ-হেতু, আত্মা নহে। এবং জ্ঞান ও ভোগের দ্বারা পাপ হেতু কর্ম্মের বিনাশ হইলে পাপের অভাব হেতু তৎকার্য্য শরী-রাদির অনুৎপত্তি হওয়াতে অবশ্যই দুঃখ-নিবৃত্তি হয়, অতএব আত্মার বিনাশ-স্বীকার অনুচিত। এবং দুঃখাভাব-আত্মনিষ্ঠ হইয়া পুরুষার্থ হয় অর্থাৎ দুঃখাভাব জড়নিষ্ঠ হইতে পারে না, জড়নিষ্ঠ হইলে পুরুষার্থাভাব, তাহা হইলে স্তম্ভাদিনিষ্ঠ দুঃখাভাব পুরুষার্থ হউক। আত্মার মুক্তিতে বিনাশ-স্বীকার করিলে স্তম্ভাদি ও শূন্যতা তুল্যা মুক্তি হয়, অর্থাৎ যদ্রূপ

আত্মশূন্যতার কেহ দ্রষ্টা নাই, তদ্রূপ স্তম্ভাদি ও শূন্যতার কেহ দ্রষ্টা নাই, এই হেতু মুক্তিতে আত্মার অস্তিত্ব প্রসিদ্ধি আছে। আত্মা হইতে ভিন্ন দুঃখহেতু শরীরেন্দ্রিয়াদির বিনিবৃত্তি হয়, আত্মার নহে। পূর্ব্বোক্ত মহাপ্রকরণার্থের উপসংহার হইতেছে। এই সমুদয় গ্রন্থ-তাৎপর্য্য দ্বারা সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শ্যামসুন্দরের জীব-জড়াত্মক-প্রপঞ্চ হইতে ভেদ এবং সেই ভগবানের জ্ঞান ও ভক্তি দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখহানি ও সুখপ্রাপ্তি হয়, অতএব সমুদয় শাস্ত্র জীবেশ্বরের ভেদপর জানিবে। এস্থলে অভেদবাদীদিগের পূর্ব্বপক্ষ। যদি সকল শাস্ত্র ভেদপর হইল, তবে শাস্ত্রের অভেদ-বাক্যের সঙ্গতি কিরূপে হয়? উত্তর, অভেদ-বাক্যের সঙ্গতি পূর্ব্বে দর্শিতা হইয়াছে, এক্ষণে শেষে পুনর্ব্বার নির্ম্মল করিয়া দেখাইতেছি। যথা, ব্রহ্মাধীন-স্থিতি ও ব্রহ্মাধীন-জীবিকা হেতু ও ব্রহ্মব্যাপ্য হেতু ও ব্রহ্মাধিকরণ হেতু বিশ্বকে ব্রহ্মাত্মক বেদে কহিয়াছেন। কোন স্থানে জীব ও ঈশ্বরের স্থানের একতা হেতু এবং মতির একতা হেতু অভেদ কহিয়াছেন; যথা, প্রাতঃকালে পৃথক হইয়া চরণকারি গোসকল সায়ংকালে একতা ভজন করে; যথা চ, পরস্পর বিবাদ করিয়া রাজা সকল মতির ঐক্য দ্বারা ঐক্য প্রাপ্ত হয়, এবং সঙ্গীত-স্থলে নানা যন্ত্র ও কণ্ঠ স্বরের একতা হেতু স্বরৈক্য প্রাপ্ত হয়। কোন স্থানে জীবশক্তি ও জড়রূপবিশ্বশক্তি, শক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন হেতু অভেদ কথিত আছে। কোন স্থানে ভগবদবতার সকলের অবতারি-ভগবৎ-স্বরূপ হইতে প্রতীত যে স্বগত-ভেদ তাহা নিবারণ করেন, এরূপে

অভেদ-বাক্যের সঙ্গতি হওয়াতে সকল নির্ব্বিবাদ হইল। যাহারা চিন্মাত্রৈকবাদী, তন্মতে কেবল এক চিন্মাত্র হইতে সৃষ্টি হইতে পারে না, অতএব সেই মত সুধী কর্ত্তৃক অশ্রদ্ধেয়। অত্র স্থলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদি, শ্রীবৈষ্ণবেরা বেদ-বাক্যার্থ এইরূপ বর্ণনা করেন যে, আত্মৈবেদং সর্ব্বং। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ইত্যাদি শ্রুতি সমুদয় সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মের সকল হইতে অভেদ কহেন। এবং দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া, এবং কর্ম্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোহন্য ইত্যাদি শ্রুতিঃ। অস্যার্থঃ, সেই মুক্ত জীব কর্ম্মক্ষয় হইলে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, সেই মুক্ত জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অন্য অর্থাৎ ইতর। এই শ্রুতি সর্ব্বেশ্বরের সকল হইতে ভেদ কহিয়াছেন। অতএব কেবল অভেদেই নিখিল শ্রুতির তাৎপর্য্য হইতে পারে না। অভেদ-ভেদ দ্বিবিধ শ্রুতির পরস্পর বিরুদ্ধার্থ রূপে প্রতীতি হইলেও উভয় শ্রুতির অপ্রামাণ্যের অন্যায্য হয়, যেহেতু উভয়বিধ শ্রুতির অপৌরুষেয় বাক্য রূপে অবিশেষ আছে। এজন্য শ্রুতিদ্বয়েরই প্রামাণ্য সম্ভব, উভয় শ্রুতির মধ্যে এক শ্রুতির অপ্রামাণ্য করিলে নাস্তিকতা হয়। অতএব বিষয়-ভেদ দ্বারা সেই উভয়বিধ শ্রুতির ব্যবস্থা বক্তব্যা হইয়াছে। তথাহি সুবালোপনিষদি, অন্তঃশরীরে নিহতো গুহায়ামজ একো নিত্য ইত্যাদৌ যস্য পৃথিবী শরীরং যস্যাপঃ শরীরং যস্য তেজঃ শরীরং যস্য বায়ুঃ শরীরং যস্যাকাশঃ শরীরং যস্য মনঃ শরীরং যস্য বুদ্ধিঃ শরীরং যস্যাহঙ্কারঃ শরীরং যস্য চিত্তং শরীরং যস্যাব্যক্তং শরীরং যস্যাক্ষরং শরীরং যস্য মৃত্যুঃ শরীরমেষ সর্ব্বভূতান্ত-

রাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব এক নারায়ণ ইত্যাদি অভি-
ধান হেতু ঐক্য-শ্রুতি সকলের শরীর-শরীরিভাব দ্বারা অভেদ-
বিষয় হইয়াছে। শরীর-শরীরিভাবে অভেদ কিরূপে হয়?
যথা, বিশেষণভূত গোত্বাদিবাচি গবাদি-শব্দের গোত্বাদি-
বিশিষ্ট গবাদিতেই পর্য্যবসান দৃষ্ট হইতেছে, তদ্ধ . বিশে-
যণভূত প্রকৃতি-জীব-কাল-বাচি-শব্দ-সকলের সেই সেই শরীর-
বিশিষ্ট নারায়ণ ব্রহ্মেতে পর্য্যবসান, অতএব বিশিষ্ট এক
ব্রহ্ম, এই নিষ্কর্ষ হইল। এবং ঈশ্বরের বিভুত্বাদি জীবের
অণুত্বাদি নিত্য ধর্ম্ম দ্বারা জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপের যে ভেদ
সেই দ্বৈতশ্রুতির বিষয়। যদি জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপত
ভেদ অস্বীকার হয়, তাহা হইলে জীবগত-দোষ ব্রহ্মেতে
প্রসক্তি হয়। অতএব ভেদাভেদ শ্রুতিদ্বয়ের বিষয়-ভেদ
প্রদর্শন হেতু পরস্পর বিরুদ্ধার্থ প্রতীতি জন্য দোষ নিরস্ত
হইল। শ্রীরামানুজমতেও জীবেশ্বরের স্বরূপ-ভেদ-পর শাস্ত্র
এই স্ফুট হইল। অত্র স্থলে শঙ্করাচার্য্য কহিয়া থাকেন,
নির্ধর্ম্মক অর্থাৎ ধর্ম্ম-রহিত এক ব্রহ্ম, ও মধ্বাচার্য্য কহেন, ধর্ম্ম
হইতে ধর্ম্মী ভিন্ন, এই উভয় স্থলে যুক্তি দেখা যায় না, যেহেতু
শঙ্করাচার্য্য ভেদবাক্যকে অন্যথা কহিয়াছেন, মধ্বাচার্য্য
অভেদ-বাক্যকে অন্যথা করিয়াছেন। যদি বল, তুমি কিরূপে
বাক্যার্থ বর্ণনা কর? তাহা কহিতেছি, বস্তুতঃ সেই ব্রহ্ম
সর্ব্বাকার, অর্থাৎ ঈশ-জীব-প্রকৃতি-কাল-রূপ, ও চতুর্দ্দশ-ভুব-
নাত্মক নিখিল প্রপঞ্চ সকলই চিদ্রূপ হইয়াছে। তবে যে, জড়ত্ব
বোধ হয়, চিদ্রূপত্বের অজ্ঞান হেতুক তাহা বাহ্য, যদ্রূপ স্বর্ণ-
নির্ম্মিত মনুষ্যে স্বর্ণ বোধ না হইয়া মনুষ্য বোধ হয় তদ্রূপ।

এতন্মতে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ বাক্যেও যেরূপ বাসুদেবাদি ব্যূহের নারায়ণের সহিত অভেদ হইলেও পরত্ব ব্যূহত্বাংশে বৈলক্ষণ্য আছে, তদ্রূপ জীব ও ঈশ্বরের মন্তব্য হইয়াছে। তদ্দ্বারা কোঁন বেদবাক্য-বিরোধ হয় না, দ্বা সুপর্ণা ইত্যাদি শ্রুতিতে বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিয়া অন্য পদ প্রয়োগ হইয়াছে। চিদ্রূপত্বে জীবেশ্বরের অভেদ হইলেও পরস্পর ধর্ম্ম ব্যতিকর নাই, যদ্রূপ ঘটত্ব কপালে নাই ও কপালত্ব ঘটে নাই, তদ্রূপ জীবত্ব ঈশ্বরে নাই, ঈশ্বরত্ব জীবে নাই, অতএব ভক্তি সিদ্ধান্তের কোন হানি নাই। বেদে যে সগুণ বাক্য আছে, তাহা স্বরূপানুবন্ধি-গুণপর, ও নির্গুণ বাক্য প্রাতীতিক-মায়িক-গুণ-নিষেধ-পর। যদ্রূপ হিংসা-বাক্য যজ্ঞীয়-পশুহিংসা-পর ও অহিংসা-বাক্য যজ্ঞ-ব্যতিরিক্ত-পশুহিংসা-নিষেধ-পর তদ্রূপ। অভেদ-মত নিরাকৃত করিতেছেন। জীবের জন্ম-মরণ-নরকানুভব শ্রবণ হইতেছে ; সেই জীবের ঈশ্বর হইতে অভেদ হইলে তাহা উপপন্ন হয় না, এজন্য ঈশ্বর হইতে জীবের ভেদ বোধ হইতেছে। জীব যদি ব্রহ্ম হইতেন, তাহা হইলে কদাচিৎ দুঃখবিশিষ্ট হইতেন না। যদি বল, আমরা কেবলাদ্বৈতী, আমাদিগের মতে জড়প্রপঞ্চ, স্বাপ্নিক রথাশ্বাদির ন্যায় মিথ্যা, সেইরূপ আমাদিগের জন্ম-জরাদি-দুঃখানুভবের বস্তুতঃ মিথ্যাত্ব স্বীকার আছে ; অতএব ঈশ্বর হইতে জীবের অভেদ হয়, সেই অভেদ খণ্ডন করিতে অশক্য। অতএব তুমি যে দোষ দিয়াছ, সেই দোষ প্রপঞ্চের সত্যত্ব হইলে হয়। উত্তর, জড়প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব হইলে প্রপঞ্চ-প্রতিপাদকের যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি

বেদ-বাক্যের বন্ধ্যাপুত্র ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় অপ্রামাণ্য হেতু বৌদ্ধ তুল্য নাস্তিকতাপত্তি হয়। এবং ভগবানে যে কারুণ্য ও পাবনত্বাদি গুণ আছে, সেই সকল গুণের অভাব হয়, যেহেতু আপনা হইতে অন্য দীন জন ও পতিত জনকে উদ্দেশ করিয়া প্রভুর করুণাদির উদয় হয়, নতুবা করুণা[illegible]য়াদি-গুণ-বিশিষ্ট প্রভুর আপনাকে উদ্দেশ করিয়া করুণাদির উদয় হইতে পারে না। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব হইলে তৎসম্বন্ধি জন্ম-জরা-মরণ-নরকানুভব মিথ্যা হয়। তাহা স্বীকার করিলে প্রভুর করুণাময় দীনোদ্ধারণ পতিতপাবন ইত্যাদি বেদ প্রসিদ্ধ নাম সম্ভব নহে। অতএব কেবলাদ্বৈত সদোষ হেতু এবং কেবলদ্বৈত নির্দ্দেশে তদ্বাদি-শিষ্যদিগের ভয় হেতু, তাহাতে রুচি হইতে পারে না; এজন্য কল্পিত এই মতদ্বয় যৎকিঞ্চিৎ জানিবে। স্বতন্ত্রেচ্ছুক কৌলিক যাহারা, তাহারা নিকটে আগত হইলেই উপেক্ষ্য হইয়াছে।

ইতি ভাষ্যসারসিদ্ধান্তরত্নে শ্রীউপেন্দ্রমোহনগোস্বামি-ন্যায়রত্ন-কৃত-
বঙ্গভাষানুবাদে উদ্দিষ্টপুরুষার্থ-নির্ণয়ঃ
সপ্তমঃ পাদঃ।

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

কলিকাতা—গোপীকৃষ্ণ পালের লেন ১৫ নং ভবনস্থ নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত।

☞ এই গ্রন্থখানি শ্রীশ্রীগোস্বামিপাদের মধ্যে শ্রীজীবগোস্বামিকৃত সন্দর্ভ-টীকাদি হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদংশ ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহানুভব মহাশয় কৃত শ্রীগোবিন্দভাষ্য ও তৎপরিশিষ্ট-ভাষ্যগ্রন্থ হইতে অধিকাংশ গ্রহণ করিয়া এবং শ্রীগোস্বামিপাদ-মতানুকূল শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত কোন কোন স্থানে গ্রহণ করিয়া ঐ সকল মহানুভবের সংস্কৃত গদ্য ও তৎপ্রমাণিত শ্রুতিস্মৃতি যথা-সাধ্য বঙ্গভাষায় অনুবাদ করা হইল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত গদ্য পদ্যের বঙ্গভাষানুবাদ করণে তৎসঙ্গতি জন্য তদনুকূল স্বয়ং রচিত বঙ্গভাষায় গদ্য আছে।

শুদ্ধি ও সংযোগ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	যাহা আছে	যাহা পাঠ করিতে হইবে।
১০২	২	সজাতীয় ও	সজাতীয়, বিজাতীয় ও।
১১৭	২৪	অনাদিগুণবিশিষ্ট চিৎ-	অনাদিগুণবিশিষ্ট বিভু চিৎ-
১২৪	৭	তদ্রূপং	ত্বদ্রূপং।
১৩৬	১৭	অস্মাদাদি	অস্মদাদি।
১৪৪	১৪	অনুপরিমাণ	অণুপরিমাণ।

এবং যে যে স্থানে 'ঐক্যতা' আছে, সেই সেই স্থানে 'একতা' পাঠ করিতে হইবে।

গ্রন্থ-প্রণেতার বংশবর্ণন।

অবতীর্ণঃ কলৌ যঃ শ্রীবলদেবঃ স্বয়ং প্রভুঃ।
নিত্যানন্দাখ্যয়োদ্ধর্ত্তুং পতিতান্ পামরানপি॥
শ্রীপট্টখড়্দহগ্রামে নিত্যানন্দপ্রভুঃ কিল।
শ্রীবসুজাহ্নবাভ্যাং তৎপ্রিয়াভ্যামবসৎ সুখং॥
শ্রীবীরভদ্রস্তৎপুত্রঃ লোকানাং ভদ্রকাময়া।
জাতঃ পিতৃগুণোপেতো হরিরেব ন সংশয়ঃ॥
স্থাপিতঃ খড়্দহে যেন রাধয়া শ্যামসুন্দরঃ।
ভক্তিকৃৎপদ্যতে যস্য দর্শনাৎ মূঢ়চেতসাং॥
রামচন্দ্রস্ততো জাতো রামচন্দ্রোপমঃ সুতঃ।
যদ্বংশজাতাঃ সর্ব্বে শ্রীশ্যামসুন্দরসেবকাঃ॥
শ্রীরাধামাধবস্তস্মাৎ রাধামাধবয়োঃ সখা।
রামচন্দ্রাদনবমো গুণৈঃ কীর্ত্ত্যাদিভিঃ পিতুঃ॥
রাধামাধবতঃ কান্তো গোপীকান্তঃ সুতঃ খলু।
রুক্মিণীবল্লভস্তস্মাৎ বল্লভঃ সর্ব্বদেহিনাং॥
তস্মাৎ জাতো মহান্ পুত্রঃ স্বয়ং মদনমোহনঃ।
শ্রীগৌরমোহনস্তস্য পুত্রো গৌরো ন সংশয়ঃ॥
স্বরূপমোহনস্তস্মাৎ স স্বরূপস্বরূপকঃ।
উপেন্দ্রমোহনস্তস্মাদুপেন্দ্রপদসেবকঃ॥
স্বরূপাখ্যং গুরুং নত্বা রাধাকৃষ্ণস্বরূপকং।
পিতরং মাতরং দেবীং নাম্না বিন্ধ্যাবলীন্তথা॥
মহাপ্রভুং প্রভূ দ্বৌ চ করুণাবরুণালয়ান্।
নত্বা তৎপার্শ্বদান সর্ব্বান্ তৎপ্রসাদেন সাম্প্রতং॥
প্রণীতমেতৎ সিদ্ধান্তরত্নং সংগৃহ্য যত্নতঃ।
শাকে ত্বষ্টাদশশতে দ্ব্যধিকে বঙ্গভাষয়া॥